সিতিমা

গদ্য নাটিকা

আলো ও ছায়া প্রণেতৃ-প্রণীত।

কলিকাতা

রায়, এম, সি, সরকার, বাহাদুর এণ্ড সন্স।

১৯১৬

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহারাজ বীরভদ্র—গিরিপদের রাজা।

দুর্জ্জয়সিংহ—প্রধান সেনাপতি।

উজ্জ্বলসিংহ—দ্বিতীয় সেনাপতি, মহারাজের পূর্ব্বপক্ষীয় শ্যালক ও রত্নপুর রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

রাজমন্ত্রী

আনন্দস্বামী—সিতিমার গুরু।

খড়্গসিংহ ও ভীমসিংহ—মহারাজের বিশ্বাসী অনুচর।

অমাত্য, পারিষদ, রাজবৈদ্য, সৈনিক, দ্বাররক্ষী, প্রহরী বাদক ও ভৃত্যাদি।

স্ত্রী

মহারাণী সুব্রতা।

সিতিমা—রাজান্তঃপুরে আশৈশব পালিতা ও গায়িকারূপে শিক্ষিতা।

চন্দ্রা ও পুষ্পিতা " " " নর্ত্তকীরূপে "

অন্যান্য বালিকা ও দাসীগণ।

সিতিমা।

প্রথম দৃশ্য।

রাজঅন্তঃপুর—মহারাণীর সঙ্গীত সভা।

মহারাজ ও মহারাণী সিংহাসনে উপবিষ্ট। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে এবং নিম্নতর আসনে মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহ, দ্বিতীয় সেনাপতি উজ্জ্বলসিংহ অন্যান্য পুরুষ ও রমণী দর্শকরূপে উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রা, পুষ্পিতা, সিতিমা এবং অল্পবয়স্ক বাদক বাদিকাগণ। চন্দ্রা ও পুষ্পিতা নৃত্য করিতেছে সকলে মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছেন।

সকলে। বাঃ বাঃ

মন্ত্রী। এ যেন ইন্দ্রসভায় অপ্সরার নৃত্য !

দুর্জ্জয়। [বিহ্বল ভাবে] কি সুন্দর ! চন্দ্রা যেন উর্ব্বশী !

মহারাজ। [কিঞ্চিত অসহিষ্ণুভাবে] আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। উত্তর পশ্চিম হতে অসভ্য শত্রুসৈন্য আমাদের দেশ আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তাদের গুপ্তচর প্রতিদিন গিরিপথে ধৃত হচ্চে, এ সংবাদ শুনে আমরা অভিযানের জন্য প্রস্তুত না হয়ে পারিনা। এখন আমোদ আর বিলাসের অবসর নাই। তবু আমাদের মহারাণীর অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রতে না পেরে আমরা তাঁর তালিমের গান বাজনা ও নৃত্যকলা দেখ্তে এলাম। কিন্তু তাতে আমাদের লাভ বই ক্ষতি হয় নাই। মহারাণি, যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বদিনের এই দৃশ্য গিরিপথের নানা কষ্টের মধ্যে ও আমাদের শ্রান্তি ভুলিয়ে রাখ্বে—নিঃশেষে শত্রু বিদায় করে' আবার এই বিশ্রাম সুখভোগ ক'রবার জন্য আমাদের তরবারিগুলিকে ত্বরান্বিত করবে। কি বল সেনাপতি ?

দুর্জ্জয়। মহারাজ ঠিক বলেছেন।

মহারাজ। মহারাণীর তালিম সম্বন্ধে তোমার কি মত মন্ত্রী ?

মন্ত্রী। অতি সুন্দর শিক্ষা হয়েছে।

মহারাজ। তাহলে দেবীর অনুমতি নিয়ে আমরা উত্থান করি ?

মহারাণী। কুমার উজ্জ্বলসিংহের বোধ হয় কিছুই ভাল লাগেনি ?

উজ্জ্বল। মহারাণী আমার নীরবতা থেকে যদি এই অনুমান করে থাকেন, তবে আমায় স্বীকার করতেই হ'ল যে আমার ভাষা অসমর্থ বলেই আমি চুপ করে আছি। যদি মহারাজের এবং মহারাণীর আদেশ হয়, তবে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সখী সিতিমার রচিত নূতন মৃত্যু-সঙ্গীতটি শুনে যাই।

মহারাজ। ঠিক কথা—ঠিক কথা। গাও সিতিমা, তোমার মৃত্যু-সঙ্গীত গেয়ে শুনাও। তুমি গান গাইবার জন্য অনেক কাল বেঁচে থাক, আর আমাদের মৃত্যুর জন্য উদ্বুদ্ধ কর।

সেনাপতি। সময়োপযোগী সঙ্গীত বটে।

সিতিমা। [করজোড়ে] মহারাজ একটী কণ্ঠ এ গানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহু কণ্ঠে গাইলেই এ গান আপনার রূপ প্রকাশ করে।

মহারাজ। আচ্ছা তুমি আরম্ভ কর, উজ্জ্বল যোগ দাও, আমরাও সঙ্গে থাকৃব।

[সিতিমার সহিত সকলের গান]

আমরা মৃত্যু করিনা ভয়
জয় রাজাধিরাজের জয়, জয় জন্মভূমির জয়।

জীবন রক্ষা দেশের লাগি,
দেশ রক্ষায় মরণ মাগি,
লজ্জা হরণ মরণ মাগি—
মৃত্যু অমর কীর্ত্তিময়।
জয় রাজাধিরাজের জয় জয় জন্মভূমির জয়।

দারা ও পুত্র ভগিনী ভাই,
তোমরা রহিলে আমরা যাই,
ফিরি কিনা ফিরি বেদনা নাই
যদি স্বদেশ মুক্ত রয়।
জয় রাজাধিরাজের জয়, জয় জন্মভূমির জয়।

হর্ষ নিনাদে গগন ভরি
রক্তের বীজ বপন করি,
বৃথাই রক্তক্ষরণ নয়—
মরণ রক্তক্ষরণ নয়
জয় রাজাধিরাজের জয়, জয় জন্মভূমির জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজঅন্তঃপুরের উদ্যান। পুষ্পিতা ও সিতিমা বৃক্ষতলে আসীনা।

পুষ্পিতা। পরশু মহারাণীর সভায় প্রথম যে গানটা গেয়েছিলি, সেই গানটা গানা ভাই। একটিবার গা।

সিতিমা। কোন্‌টা রে? কোন্‌টা প্রথমে গেয়েছি, কোনটা মাঝখানে, আমার কি করে মনে থাকবে? এক এক জনের এক এক ফরমায়েস ছিল।

পুষ্পিতা। সেই যে—এসো তুমি, এসো একবার।

সিতিমার গান।

এসো তুমি, এসো একবার!
মুখ তুলে চাহি নাই কভু
লাজে অভিমানে,
এ প্রাণের ব্যাকুল বাসনা
মিশে আছে প্রাণে;
বেশী কিছু চাহিনাতো আর,
এসো তুমি, এসো একবার।
পুঞ্জীকৃত অতৃপ্ত কামনা,
এই ব্যথা ভার
লয়ে আমি কেমনে হইব
বৈতরণী পার?

এরা মোরে ফিরায়ে আনিবে,
রাখিবে ধরিয়া,
এ জীবনে শান্তি না পাইনু,
পাব না মরিয়া,
না ছাইতে মৃত্যুর আঁধার
এসো তুমি, এসো একবার।
সেই দিন বুঝায়ে বলিব
বাকী যা বলিতে,
সেই দিন কাহারেও নাহি
চাহিব ছলিতে ;
খুলে দিব হৃদয়ের দ্বার,
এসো তুমি, এসো একবার !

সিতিমা। হ'ল ? এ গানটা একশোবার কেন শুন্‌তে চাস ?

পুষ্পিতা। ভালবাসার গানগুলো আমার বার বার শুন্‌তে ভাল লাগে—বিশেষ তোর মুখে।

সিতিমা। খুব ভালবাস্‌তে জানিস কিনা ! কাকে ভালবাসিস্ রে ?

পুষ্পিতা। তুই যে গানের মধ্যে প্রাণটা ঢেলে দিয়ে গাস্—তুই কাকে ভালবাসিস্ আগে তাই বল্।

সিতিমা। আমাদের কাউকে ভালবাস্‌তে নেই, তা জানিস্ নে ?

পুষ্পিতা। হ্যাঁ তা জানি। আমরা মহারাজের দাসী ; যদি ভালবাসতে হয়, তাঁকে বাস্‌ব, নয়তো কাউকে নয় ! কিন্তু ভাই ভালবাসা না পেয়ে দেওয়া—

সিতিমা। না পেলে কিছু দেওয়া যায় না ?

পুষ্পিতা। না পেলে কিছুতো ভাল লাগেনা। তাই মহারাজ যেদিন একটু মুখের দিকে স্নেহের চোখে তাকান, ইচ্ছা হয় তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ি ; যেদিন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন, সেদিন আমার পায়ের নুপূর, হাতের কঙ্কণ খুলে ফেলে, কণ্ঠের হার ছড়া টেনে ছিঁড়ে, ওড়নাখানা উড়িয়ে দিয়ে, একেবারে বাইরে গিয়ে, ধূলায় মুখ গুঁজে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

সিতিমা। ও বাবা ! কি অভিমান গো !

[গান]

মিছা এই সাজ সখি মিছা এই সাজ গো
বসনে ভূষণে মোর কিবা আর কাজ গো ?
বলে দে' কি দিয়ে ঢাকি জীবনের লাজ গো
ফেলে দে ফুলের শয্যা ধূলে শোব আজ গো।

পুষ্পিতা। হয়েছে কবি মশাই, আর না।

সিতিমা। [স্নেহভরে পুষ্পিতার দিকে চাহিয়া, মৃদু হাস্য পূর্ব্বক] এত অভিমান তোর ?

পুষ্পিতা। ভাই, যে ভালবাসেনা তার উপর আবার অভিমান কি ? যে ভালবাসা চেয়ে ভালবাসা দাবী কর্‌তে দেয়, তার উপরেই অভিমান সাজে। চন্দ্র সূর্য্যের উপর কি মানুষের অভিমান সাজে ? প্রভুর উপর কি দাসীর অভিমান সাজে ? হায়, অভিমান কর্‌বার ভাগ্যও যে আমাদের নাই !

সিতিমা। তবে ভাগ্যের উপর অভিমান কর্।

পুষ্পিতা। তাতেই বা লাভ কি? দুর্ভাগ্য তাতে সরে দাঁড়ায় না।

সিতিমা। তবে আর এক উপায় আছে। দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্য বলে বরণ কর্, তখন সব নূতন ঠেক্‌বে।

পুষ্পিতা। একটু খানি ভালবাসা যদি পেতাম তবে আর সব দুর্ভাগ্য আনন্দে বহন কর্‌তাম।

সিতিমা। তুই পেয়ে তবে দিতে চাস্। একটুখানি পেলে পর অনেকখানি ঢাল্‌তে পারিস্। পাস্‌নে এই তোর দুঃখ—নারে? বড় দুঃখ তোর!

পুষ্পিতা। চন্দ্রা কি পুণ্য করেছে?

সিতিমা। কি পাপ করেছে বল্।

পুষ্পিতা। পাপ কেন? মহারাজের সুনয়নে পড়া কি পাপ?

সিতিমা। তোরা কি বুঝিস্ জানিনে। মহারাজ কি আমাদের তেমনি পুরুষ? যে সুন্দরী সে কার না দৃষ্টি আকর্ষণ করে? তাই বলে' সে মহারাজের অনুরাগ পেয়েছে এমন কথা কে বল্‌লে?

পুষ্পিতা। পেয়েছে গো, খুব পেয়েছে। মহারাজের পেয়েছে, সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহের পেয়েছে, কুমার উজ্জ্বলসিংহের পেয়েছে।

সিতিমা। বেচারা উজ্জ্বলসিং! ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না।

পুষ্পিতা। আহা! বেচারা তোমার চেয়েও ছেলেমানুষ—কিছুই বোঝে না! মহারাজও কিছু বোঝেন না, বড় সেনাপতিও না।

সিতিমা। বড় সেনাপতি খুব ভালই বোঝেন। আর আমাদের মহারাজ গুণগ্রাহী পুরুষ, গুণের আদর করেন। তিনি আমাদের সকলের

প্রভু, যে সাহস করে' কাছে যায়, মিষ্ট কথায় তাকে তুষ্ট করেন, যে যা ভিক্ষা করে তিনি তা দিয়ে থাকেন।

পুষ্পিতা। চন্দ্রা যদি রাণী হতে চায় তাকে রাণীর পদ দেবেন?

সিতিমা। মনে তো হয় না। তবে সেনাপতির জন্য যদি একটা ছোট খাটো রাজ্য চায়, তা দিলেও দিতে পারেন।

পুষ্পিতা। একি ভালবাসা নয়?

সিতিমা। না, ভিখারীর প্রতি অনুগ্রহ।

পুষ্পিতা। কি করে' জান্‌লি?

সিতিমা। মহারাজের অন্তঃপুরে ছেলেবেলা থেকে আছি। বড় মহারাণীর পায়ের কাছে বসে' ছেলেবেলা যখন গান অভ্যাস করেছি, তখন দুজনার কথাবার্ত্তা শুনেছি। ভালবাসা যা ওঁদের দুজনার মধ্যে দেখেছি। ভালবাসা কি যাকে তাকে দেওয়া যায়? ওটা দেবতার যোগ্য—দেবতার ভোগ্য।

পুষ্পিতা। মানুষেয় নয়? তবে মহারাজ আর বড় মহারাণী দেবতা ছিলেন।

সিতিমা। তা বই কি?

পুষ্পিতা। বড় মহারাণী তোকে অনেক গান শিখিয়েছেন—না? নিজেই শেখাতেন?

সিতিমা। কতগুলো নিজেই শিখিয়েছেন, আর বেশীর ভাগ ওস্তাদ রেখে শেখাতেন। কিন্তু সে সবও তাঁর ফরমায়েস মত গাইতে হ'ত। কোন্ কথায় কেমন সুর দিতে হবে, কোন্‌খানে কতটুকু জোর,

কোন্‌খানটা কোমল করুণ, কোন্‌খানটা শান্ত গম্ভীর, কোন্‌ খানটা উদ্দীপক, সব বলে দিতেন। কুমার উজ্জ্বল আর আমি একসঙ্গে এক ওস্তাদের কাছে গান বাজনা অভ্যাস করতাম। কুমার দিদির অঞ্চলের নিধি ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর এখানে এসে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন, মহারাণী আমাকে ওঁর সঙ্গে খেলে, গল্প করে' গান করে' ভুলিয়ে রাখ্‌তে বল্‌তেন।

পুষ্পিতা। উজ্জ্বলসিং তাই তোকে সই বলে' ডাকেন?

সিতিমা। তাই।

পুষ্পিতা। আচ্ছা, সেনাপতিমশাই চন্দ্রার দিকে চেয়ে অজ্ঞান, কুমার উজ্জ্বল সিংহেরও সেই অবস্থা, তোর দিকেতো কুমার একবারও চান্‌ না।

সিতিমা। আমিও চাই না, কেউ আমার দিকে চায়।

পুষ্পিতা। কিন্তু তুই যখন গান গাস্‌ তখন আমি দেখি যেন কুমার তোর গানটা নিঃশব্দে পান কচ্চেন।

সিতিমা। আমিও যেন দেখি, আমার গানের দোলায় তাঁর কবির প্রাণ দুলছে, উঠছে, নামছে; তাই ওঁকে আমি আমার গানের দেশের রাজা করে' রেখেছি।

পুষ্পিতা। (তর্জ্জনী নাড়িয়া) তুই কুমারজীকে ভালবাসিস্‌।

সিতিমা। বেশী আর কি বল্‌লি? আমি আকাশের চাঁদকেও ভালবাসি।

পুষ্পিতা। তুই যে গাইলি—

একদিন বুঝায়ে বলিব
বাকী যা বলিতে:

সেই দিন কাহারেও নাহি
চাহিব ছলিতে ;
খুলে দিব হৃদয়ের দ্বার—
এসো তুমি এসো একবার !

ওটা তোর মনের কথা। সত্যি বল্—তা নয় ?

সিতিমা। তুই তো জানিস্ ভাই, মহারাজকে ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষকে আমাদের ভালবাস্তে নেই। তিনি আমাদের বিবাহ করেননি, অথচ তিনি ছাড়া আর কেহ নাকি আমাদের স্বামী হতে পারে না। তবে আর অন্য লোককে ভালবাসি কি করে' ?

পুষ্পিতা। সত্যি, আমাদের যে কি অদৃষ্ট !

সিতিমা। তা এমন মন্দ অদৃষ্টই বা কি তোদের ? ভাল খেতে পাস্, শুতে নরম বিছানা পাস্, পরতে সুন্দর সুন্দর দামী ঢাকাই আর বেনারসী শাড়ী, মখমলের জামা, কিংখাবের ওড়না, হীরামুক্তার অলঙ্কার পাস্, যেদিন ভাল নাচিস্, মহারাজের কাছে বকশিশ পাস্—আবার চাই কি ?

পুষ্পিতা। তা সত্যি। তবু পেট ভর্লেই প্রাণের পিয়াস মেটে না। প্রাণটা যেন আরও কিছু চায়। কোন একজনকে একেবারে আপন কর্তে চায়। একেবারে আপনার কাউকে পেলে কেমন লাগে একটিবার দেখ্তে ইচ্ছা করে। তাতো কখন হবে না।

সিতিমা। একেবারে আপনার কেউ কখনো হয় কিনা কে জানে ? হয়তো গরীব মানুষদের মধ্যে হয়—দেখেতো সেই রকম মনে হয়। গরিব হয়ে একবার দেখ্বি ?

পুষ্পিতা। না বাপু, গরীব হতে ভয় করে।

সিতিমা। তবে আর ভালবাসা-বাসি চাস্‌নে।

[একজন দাসীর দ্রুত প্রবেশ]

কিরে ভয় পেয়েছিস্ যে!

দাসী। আমি এমন তো আর দেখিনি!

পুষ্পিতা। কি দেখ্‌লি যা আর দেখিস্ নি? এ অন্দর মহলে নতুন কিছু দেখ্‌তে পেলে আমি যে বেঁচে যাই, এক ঘেঁয়ে তোদের মুখ আর ভাল লাগে না।

দাসী। [চুপিচুপি] ঐ নাচখানার ভিতরে তরোয়াল খুলে সব সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। চাতাল থেকে বাইরে আসবার সময় দেখ্‌লুম সেখানেও অমনি!

পুষ্পিতা। আরে, লড়াই বেধেছে; রাজা রাজধানীতে নাই, পুরী শূন্য; আর আমরা হলাম দামী জিনিস; পাছে ডাকাত পড়ে' আমাদের নিয়ে যায়, সেই জন্য ওরা সব আমাদের পাহারা দিচ্চে। তা তোকে কেউ নিয়ে যাবে না, ভয় কি?

দাসী। বাইজী কি বলেন যে! [হাসিয়া প্রস্থান]

সিতিমা। এত সাজসজ্জা করে চন্দ্রা কোথায় যায়? [উদ্যানের অপরদিকে একান্তভাবে নিরীক্ষণ] চল আমরা একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

[বাহিরে তূর্য্যধ্বনি]

পুষ্পিতা। [যাইতে যাইতে] দুর্গপরিখার উপর থেকে সেতু সরা'বে। লোকজনের বাইরে যাওয়া বন্ধ হবে তারই ঘোষণা।

সিতিমা। যাই গোবিন্দজীর পূজার আয়োজন করতে। আজ সন্ধ্যায়

আরতি হবে, পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়েছি। তাঁকে দেখ্‌ছি নৌকায় করে পাঠিয়ে দিতে হবে।

পুষ্পিতা। আমিও যাই, একটু চন্দন মাখিগে, বড় গরম।

[প্রস্থান।

বাগানের প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক যোদ্ধৃবেশে সসজ্জ উজ্জ্বল সিংহের প্রবেশ। চকিতে সিতিমার বৃক্ষান্তরালে গমন।

উজ্জ্বল। [চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত] সিতিমার কণ্ঠে যেন চন্দ্রার আহ্বান শুন্‌লাম। কৈ কেউতো কোথাও নাই। চন্দ্রা ডেকেছে, চিঠি পেয়েও আসি কি না আসি বলে ইতস্ততঃ কচ্ছিলাম। প্রাচীর পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেলাম—মনে হ'ল সন্ধ্যাকালে রাজন্তঃপুরে—বিশেষ মহারাজ যখন উপস্থিত নাই, তখন প্রবেশ করা ঠিক নহে—ফিরে গেলাম; কিন্তু শেষ ছত্র বারবার কাণে বাজ্‌তে লাগল, তাই আস্‌তেই হলো। এই তো চিঠি, তার নিজের হস্তাক্ষর—"এসো, একবার এসো"

(চন্দ্রার প্রবেশ।)

এই যে চন্দ্রা আমি এসেছি।

চন্দ্রা। এসেছ? এত বিলম্ব কেন? আমি কখন থেকে প্রতীক্ষা করে আছি। ছি! এই তোমার ভালবাসা!

উজ্জ্বল। চন্দ্রা আমি সেনাদল নিয়ে যুদ্ধে যাচ্চি, পথে যেতে যেতে তোমার আহ্বান পেলাম। পথে সকলকে দাঁড় করিয়ে বল্‌লাম—তোমরা একটু অগ্রসর হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম, শীঘ্র গিয়ে প্রণাম করে আস্‌চি।—আমার সময় নাই, কেন ডেকেছ বল।

চন্দ্রা। [অভিমান ভরে] যদি অসময়ে ডেকে থাকি, যাও।

উজ্জ্বল। কেন অভিমান প্রিয়ে? তুমি তো জান আমি তোমার আজ্ঞাধীন, মহারাজের আজ্ঞার উপর তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আজ যুদ্ধযাত্রার পথ থেকে ফিরে এসেছি।

চন্দ্রা। বড় অন্যায় করেছি কুমার, ক্ষমা কর, ফিরে যাও।

উজ্জ্বল। চন্দ্রা, আমি দ্বিতীয় সেনাপতি—মহারাজের বিশ্বাসী বন্ধু ও ভৃত্য—আমি নিজে রাজপুত্র—ক্ষত্রিয়। আমাকে যদি চিনে থাক, বুঝবে কতখানি ভালবাসা আমায় এমন কাজে প্রবৃত্ত করেছে। চন্দ্রা, প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সিতিমার কণ্ঠে তোমারি ডাক শুন্‌লাম। চন্দ্রা, তোমার ডাক মৃত্যুর ডাকের চেয়েও অলঙ্ঘ্য হয়ে এল, তাই আমি এসেছি। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নাই, একবার বল কেন ডাকৃলে।

চন্দ্রা। [অভিমান ভরে] সাধ করে মৃত্যুর ডাক কে শোনে? তুমি ফিরে যাও, কুমার।

[পশ্চাৎ ফিরিয়া অশ্রুমোচন]

উজ্জ্বল। [কাতর স্বরে] চন্দ্রা কেন এমন বিমুখ হলে? একি? আমি কি দোষ করেছি বুঝিয়ে দাও। না হয় তাও থাক্—আমাকে কি কর্‌তে হবে সেইটে বল। এমন করে লাঞ্ছিত ক'র না।

চন্দ্রা। রাজপুত্র, আমি কে? সামান্য নটী। যুদ্ধে জয়ী হলে মহারাজ তোমাকে পুরস্কৃত কর্‌বেন।

উজ্জ্বল। দেবতার কাছে প্রার্থনা কর যেন জয়ী হই। এখন হাসিমুখে বিদায় দাও, আমি যাই।

চন্দ্রা। যাও। যদি দৈববশাৎ যশের মুকুট বা রাজানুগ্রহ না পাও, আমাকে দোষ দিও না। আমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ভীরু। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য স্বপ্নের মত আমার চক্ষের উপর দিয়ে চলে গেল—দেখ্‌লাম—তা মুখেও আন্‌তে নাই। হঠাৎ মনে হ'ল, তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেব না; আমার এই দুই বাহুর মধ্যে তোমায় আটকে রাখব। তাই এই পাগলামি। এখন নিজের উপর রাগ হচ্চে, তোমার উপরও অভিমান হচ্চে। কেন জিজ্ঞাসা কচ্চ—কেন ডাকৃলে? তোমাকে ডাকব না, ভয় পেয়ে কাকে ডাকব? ক্ষমা কর প্রিয়তম, ক্ষমা কর। [কণ্ঠে পতন।

উজ্জ্বল। চন্দ্রা, আমার প্রাণ, এতদিনে আমাকে ভালবাস্‌লে।

চন্দ্রা। এতদিন পরে তোমাকে ভালবেসে আমি দুঃখকে বরণ কর্‌লাম।

উজ্জ্বল। তবে আমি জন্মের মত যাই, তুমি চিরদিন সুখী থাক।

চন্দ্রা। সুখ যদি আমার জন্য রেখে থাক। যখন মহারাজ জানবেন আমি অন্যের প্রতি অনুরক্তা, আমার মাথা রাখ্‌বেন? এ রাজপুরী অনেক নারীহত্যা দেখেছে, আর একটা দেখ্‌বে।

উজ্জ্বল। তুমি তো চিরকাল আমায় ভালবাসনি, মহারাজ কি করে জান্‌বেন?

চন্দ্রা। কি করে সবাই সব জানে? সংসারে কোন কথাই গোপন থাকে না। অগোচরে যা ঘটে সেইটে আগে রটে, বরং সকলের সামনে যেটা হয়, সেটা লোকে কম দেখে, তা' নিয়ে কম কথা কয়।

উজ্জ্বল। তবে কি কর্‌তে হবে? কিসে তোমার প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ স্থির থাকৃবে বল, মরবার আগে তাই করে যাব।

চন্দ্রা। মর্‌বে কেন? প্রধান সেনাপতি মশাইকে সব খুলে বল, তিনি যা পরামর্শ দেন তাই কর। মহারাজ তাঁর অনুরোধে আমাদের জীবিত রাখ্‌বেন।

উজ্জ্বল। আমি জীবনের এত মায়া রাখি না। এ জীবনের জন্য কারও অনুগ্রহ বা অনুরোধ চাই না। তবে তোমার যাতে অমঙ্গল না হয় তা কর্‌ব। যাই—। একবার—[মুখচুম্বন]

বাহিরে তূর্য্যধ্বনি, চকিতে চন্দ্রার প্রস্থান এবং বৃক্ষান্তরাল হইতে সিতিমার প্রবেশ।

সিতিমা। কুমারজী, নমস্কার। কোথায় চল্‌লে?

উজ্জ্বল। যুদ্ধে।

সিতিমা। কি যুদ্ধ? বাগ্‌যুদ্ধ, না গীতের, না পীরিতের?

উজ্জ্বল। আসল যুদ্ধ। সেনারা রাজধানীর বাইরে গিয়েছে, তুমি শোননি?

সিতিমা। শুনেছি কুমার। কিন্তু তুমি সকলের শেষে কেন?

উজ্জ্বল। সে কথায় কি কাজ সিতিমা? আমি চল্‌লাম্‌। তোমাদের মঙ্গল হোক্‌, তোমার গান সকলের প্রাণ শীতল করুক।

সিতিমা। বল উষ্ণ করুক—বীর, এখন উষ্ণ রক্ত চাই যে।

উজ্জ্বল। ঠিক—ঠিক। একবার গলা ছেড়ে তোমার মৃত্যুর গানটি গাও, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে সেতু পার হই। [গমনোদ্যত]

সিতিমা। দাঁড়াও কুমার। সেতু কোথায়? দাঁড়াও।

উজ্জ্বল। আমার সময় নাই।

সিতিমা। তবু দাঁড়াও।

উজ্জ্বল। ব্যাপারটা কি ?

সিতিমা। আমার গৃহে একবার এসো।

উজ্জ্বল। তা পারি না। তুমি রাজান্তঃপুরের স্ত্রীলোক। সৈন্যেরা অগ্রসর হচ্চে, সেনাপতি পশ্চাতে থাকৃবে ?

সিতিমা। তোমার সম্মুখে বিপদ—বিশ্বাসঘাতকতা।

উজ্জ্বল। বটে ? তা হোক, আমি লুকাবনা সম্মুখ যুদ্ধে আমি অনভ্যস্ত নই।

সিতিমা। আমি তোমাকে অন্তঃপুরে ধরে রাখ্‌ব না ; পুরীর সম্মুখের দরজা দিয়ে না গিয়ে,আমার অন্দরের গুপ্তদ্বার দিয়ে, গোবিন্দজার মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে, নৌকায় পরিখা পার হও। সেনাপতি যেদিকে যেতে বলেছেন যেও না।

উজ্জ্বল। যাবার আগে একবার পুরী প্রদক্ষিণ করে যেতে সেনাপতিই তো বলেছিলেন। এদিকে এসে—

সিতিমা। চন্দ্রার চিঠি পেলে। আমি বুঝেছি। তোমাকে ধরবার জন্য সম্মুখে অস্ত্রধারী গুপ্তচর দাঁড়িয়ে আছে। আর সময় নাই ; এখন এদিকে এস। [উজ্জ্বলের হস্তাকর্ষণ]

উজ্জ্বল। ছি ! তুমি কি পাগল হলে ?—যাই সখি। তুমি সুখে থাক ; ঈশ্বর তোমায় নিরাপদ করুন।

[চিন্তিতভাবে অগ্রসর।

সিতিমা। [কাতর কণ্ঠে] এদিক দিয়ে এস, কুমার। কথা শোন, কথা শোন।

উজ্জ্বল। [ক্রুদ্ধ স্বরে] সিতিমা, বাধা দিও না।

অন্তঃপুর পার হইয়া চত্বরে প্রবেশ করিতে না করিতে দুই দিক হইতে
চারিজন অস্ত্রধারীর ক্ষিপ্র প্রবেশ ও অতর্কিতে উজ্জ্বলের
তরবারী ছিনিয়া লইয়া হস্তদ্বয় বন্ধন।
দুই রক্ষীর প্রবেশ।

১ম দ্বাররক্ষী। [সম্মুখে আসিয়া] অসময়ে গোপনে মহারাণীর মহলে ঢুকেছেন বলে আমরা আপনাকে ধরেছি।

উজ্জ্বল। কে তোমরা ?

২য় দ্বাররক্ষী। আমরা অন্দর মহলে পাহারা দিই।

উজ্জ্বল। আর এরা ?

সিতিমা। সেনাপতির প্রেরিত গুপ্তচর।

১ম অস্ত্রধারী। গুপ্তচর নই, পলাতকের সন্ধানে প্রেরিত সৈনিক-পুরুষ।

সিতিমা। সারাদিন ধরে ছদ্মবেশে তোমরা এই পুরীতে লুকিয়েছিলে; পলাতক তোমরা না কুমার ?

১ম দ্বাররক্ষী। বাইজী, আমাদের তো মাথা কাটা যাবে।

সিতিমা। তোমরা কি আমাকে জান না ? আমার গানের খ্যাতি শোননি ?

২য় দ্বাররক্ষী। বাইজী গান গেয়ে পাথর গলাতে পারেন, তা আমরা জানি, মানুষতো মানুষ।

সিতিমা। কুমার আমার গীতের আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারেন নি—এসব সত্যি কথা ভাই—ফাঁকি নয়। কুমারের কোন দোষ নাই।

যুদ্ধে যাবার আগে ওঁকে একটা নূতন গান শোনাতে সাধ গেল কুমারকে টেনে আন্‌লাম। আমি গাইলাম—

[গান]

না ছাইতে মৃত্যুর আঁধার
এসো তুমি এসো একবার !

কুমার মন্ত্রমুগ্ধের মত এসে পড়লেন। সবটা শুন্‌বে তোমরা ?

১ম দ্বাররক্ষী। না বাইজী, আমাদের মাথা কাটা যাবে যে !

সিতিমা। যখন বিচারের সময় আস্‌বে, আমি তোমাদের জন্য আর নিজের জন্য মহারাজের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষে করব। তোমাদের কোন ভয় নাই। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাণীর, এঁকে ছেড়ে দাও। উনি নিজে গিয়ে মহারাজের কাছে জবাব দেবেন।

১ম অস্ত্রধারী। সেনাপতির আদেশে এখানে সারাদিন অপেক্ষা করে আছি, খালি হাতে যাই কি করে ?

২য় অস্ত্রধারী। বড় বাইজীর কাছেও বকশিশ্‌ পাবার আশা।

সিতিমা। আমিও কিছু বকশিশ্‌ দেব [গলার হার উন্মোচন]

উজ্জ্বল। কেন সিতিমা ?—কিন্তু বড় বাইজী কে ?

সিতিমা। চন্দ্রা—তোমার প্রেয়সী ; যে পাপীয়সীর জন্য কত রাজ কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব কাণে তোলনি !

উজ্জ্বল। *হা ভগবান, এ তারি ষড়যন্ত্র ? এ প্রেম নহে ছলনা ?*

সিতিমা। নিতান্তই ছলনা। সেই জন্যই অন্য পথে মহারাজের কাছে যেতে বলেছিলাম। এখন চেতনা হল?

উজ্জ্বল। মৃত্যুর চেতনা—পরজন্মে যদি কাজে আসে। এজন্মে একথা লজ্জায় কাউকে বলাও যাবেনা।

সিতিমা। পরজন্মে তবে মনে রেখ, কুমার। আর কেবল রূপের মোহে মুগ্ধ হয়োনা। আজ নর্ত্তকীকে যে রূপে দেখ্‌লে সে রূপ ভুলোনা, মুখোসখোলা রূপ দেখে লও।

উজ্জ্বল। মুখোস!

সিতিমা। প্রেমের মুখোস পরা বিশ্বাসঘাতকতা।

দ্বাররক্ষী। এবার এঁকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হোক।

সিতিমা। দাঁড়াও দাঁড়াও [অর্থদান।]

উজ্জ্বল। আমি কি মূর্খ। হায় মহারাজের কাছে কি বল্‌ব?

সিতিমা। তুমি কবি, তুমি নির্দ্দোষ সরল বালক। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুমি পুরুষত্ব লাভ কর।

উজ্জ্বল। আমাকে এ আশীর্ব্বাদ কেন? আমি যে রাজকুলে কলঙ্ক, চোরের মত অন্তঃপুরে ধৃত, সৈনিক নিয়ম লঙ্ঘন করে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। স্বহস্তে মৃত্যু আমার এ কলঙ্ক মুছে দিক।

[অসিগ্রহণের চেষ্টা। অস্ত্রধারীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও নিবারিত

সিতিমা। কুমার, মৃত্যু কলঙ্ক মুছাতেও পারে না, ঘুচাতেও পারে না। জীবন দিয়া জীবনের কলঙ্ক মেজে ঘসে তুলে ফেল্‌তে হবে। মৃত্যু যেখানকার যা সেইখানে রেখে যায়, আরো বরং স্তরে স্তরে নিভৃত কলঙ্ক অনাবৃত করে দেয়।

অস্ত্রধারীগণ। চলুন কুমার।

[সিতিমা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সিতিমার গান।

লভ জীবন, শুভ জীবন নব জীবন।

আছে যে করিতে অনেক কাজ,

আছে যে ঘুচাতে দারুণ লাজ,

ছাড়িতে নাহি একটি দিন, প্রহর, দণ্ড, ক্ষণ—

লভ জীবন, শুভজীবন, নব জীবন।

তৃতীয় দৃশ্য।

সময় পূর্ব্বাহ্ন।

শিবির হইতে কিছু দূরে, পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে করিতে মহারাজ ও দুর্জ্জয় সিংহ উপত্যকার দিকে চাহিতেছেন, ক্রমে শিবির দ্বারে উভয়ের আগমন।

মহারাজ। বর্ষাকালে নদী প্রবাহের মত অবাধে শত্রুসৈন্য দেশমধ্যে প্রবেশ কর্‌চে, গিরিপথ কেন রোধ করা হয়নি ?

দুর্জ্জয়। এই পথ কুমারজীর রোধ কর্‌বার কথা ছিল। তিনি নাকি রাজধানী থেকে কিছু দূরে নিজের সেনাদল দাঁড় করিয়ে রেখে হঠাৎ অদৃশ্য হলেন। আমি সংবাদ পেয়ে প্রথমতঃ মনে করলাম কোন গুপ্ত শত্রুর হাতে পড়েছেন, কিন্তু শেষে জানলাম— শুনলাম—

মহারাজ। কি শুন্‌লে

দুর্জ্জয়। তিনি রাজধানী ফিরে গিয়ে—

মহারাজ। ফিরে গিয়ে— ?

দুর্জ্জয়। রাজান্তঃপুরে গোপনে প্রবেশ করেছিলেন ; সেখানে অস্ত্রধারী প্রহরীদের হাতে ধৃত হয়েছেন।

মহারাজ। কি ! উজ্জ্বল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে রাজধানী ফিরে গিয়ে মহারাণীর মহলে ধরা পড়েছেন ? একি সম্ভব ?

দুর্জ্জয়। মহারাজ, এ সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই।

মহারাজ। তার প্রতি তোমার কি আদেশ ছিল ?

দুর্জ্জয়। সত্বর উত্তর পশ্চিমে গিরিপথ অবরোধ করবার—

মহারাজ। আমি বিস্মিত—একেবারে হতবুদ্ধি হচ্চি। মহারাণী পরিজনবর্গ নিয়ে দুর্গমধ্যে আছেন, দুর্গ পরিখা শত্রুভয়ে জলপূর্ণ রাখবার হুকুম দিয়ে এসেছি, মন্ত্রী আর নগরপাল সেখানে উপস্থিত—

দুর্জ্জয়। বিস্ময়ের ব্যাপার সংসারে অহরহ ঘটছে, তাতে ভবাদৃশ মহাপুরুষ বিচলিত হন না। তবে ঘোর আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।

মহারাজ। একি যথেচ্ছাচার! আমার অবর্ত্তমানে অন্তঃপুরে প্রবেশ। প্রহরীরা কোথায় ছিল?

দুর্জ্জয়। বাহির হয়ে আসবার সময় তারা কুমারকে ধরেছে।

মহারাজ। বাহির হয়ে আসবার সময় ধরেছে, প্রবেশ করতে দিলে কেন? জিজ্ঞাসা করেনি তার সেখানে কি দরকার?

দুর্জ্জয়। তিনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাগানের ভিতর নেমেছিলেন, সদর দরজা দিয়া যান নাই।

মহারাজ। আমি বুঝতে পাচ্ছিনা। আমার গৃহে উজ্জ্বলের সর্ব্বত্র গতিবিধি আছে। শিশুকাল হতে সে পুত্রের মত পালিত। দেবীর মৃত্যুর পর সে আমাকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিল, তখন আমিই তাকে ছাড়তে চাইনি। তাকে অল্পবয়সে সেনানায়ক করে দিয়েছি, তার ভ্রাতার রাজ্য ছেড়ে সে তাই আমার রাজ্য আপন করে নিয়েছে।

দুর্জ্জয়। আর একটু কম আপন করলেই ভাল হত। মহারাজের অন্তঃপুর তাঁর আপন না হওয়াই উচিত। সে যাহোক যতক্ষণ দুর্জ্জয় সিংহের দেহে প্রাণ আছে, স্কন্ধে বাহুসংলগ্ন আছে, চরণ চলতে সমর্থ, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভুর কোন আশঙ্কা নাই।

মহারাজ। গিরিপথগুলি উজ্জ্বলের ভাল জানাছিল। ঐ দিকে শত্রুসেনা রোধ করবার ভার কাকে দিই ?

দুর্জ্জয়। দাসের প্রতি যদি মহারাজের বিশ্বাস থাকে—

মহারাজ। আছেও, নাইও। তুমি সুরাসক্ত, সেই জন্য কোন কঠিন দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্ম তোমাকে দিতে ভয় পাই। যতক্ষণ তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার থাকে কোন ভয় নাই; কিন্তু সুরা ও নারী তোমাকে মনুষ্যত্বহীন করে।

দুর্জ্জয়। মহারাজের প্রাণাধিক উজ্জ্বল সিংহও এ দোষ থেকে নির্ম্মুক্ত নহেন, নতুবা যুদ্ধযাত্রার পথে প্রাচীর লঙ্ঘন করে মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন কেন ?

মহারাজ। তুমি কার কাছে সংবাদ পেলে ?

দুর্জ্জয়। যারা কুমারজীকে ধরে এনেছে তারা নিকটেই আছে।

মহারাজ। তারা আগে তোমার কাছে এল, আমার কাছে নয় ?

দুর্জ্জয়। মহারাজ অনুগ্রহ করে আমাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করেছেন। সেনানামধারী যে যেখানে আছে, আগে আমার কাছে তাদের সকল আবেদন নিবেদন নিয়ে আসে। মহারাজ তাদের অনভিগম্য।

মহারাজ। ব্যাপারটা কি হয়েছে মোটামুটী বলতো, তারপর সেই লোকদের ডাক।

দুর্জ্জয়। ব্যাপারটা এই ঃ—কুমার উজ্জ্বলসিংহ নর্ত্তকী চন্দ্রার প্রতি অযথা অনুরক্ত আর মহারাজের প্রতি কৃতঘ্ন।

মহারাজ। (স্বগত) চন্দ্রার প্রতি অনুরক্ত; তবু ভাল। (প্রকাশ্যে) দেখতে পাই নর্ত্তকী চন্দ্রার প্রতি অনেকেই অনুরক্ত।

দুর্জ্জয়। (স্বগত) একি আমার প্রতি ইঙ্গিত নাকি ?

মহারাজ। নারী পুরুষ সকলেই চন্দ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয় দেখ্‌চি।

দুর্জ্জয়। নারীর কথা জানিনে।

মহারাজ। আমি তাও জানি। যাক্‌। উজ্জ্বল এখন কোথায় ?

দুর্জ্জয়। মহারাজ আমার যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করতে আজ্ঞা হোক, আরও কিছু জানাবার আছে।

মহারাজ। কি ? একেবারে সব খুলে বলনা। একটু একটু করে প্রকাশ করবার কি দরকার। সব কথা পরিষ্কার করে বলে ফেল।

দুর্জ্জয়। এই হস্তাক্ষর মহারাজের পরিচিত। আর এই গুলি (কাগজ হাতে দিয়া) এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

মহারাজ। (কাগজ হাতে লইয়া পাঠ) "বহুকালসঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশির মত বর্ত্তমান রাজবংশ নিঃশেষে ঝাঁটাইয়া পুরীর সীমার পার করিয়া দিব। অতঃপর রাজলক্ষ্মীরূপা, চন্দ্রাননা তুমি আমার বাম পার্শ্বে বসিয়া সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করবে।"—এ কোথায় পেলে এই স্বাক্ষর আর এই চিঠী এক কাগজে ও নয় !

দুর্জ্জয়। তা নয়। কিন্তু উজ্জ্বল সিংহের ঘরে আর সব কাগজ পত্রের সঙ্গে এই কাগজের টুকরা পাওয়া গেছে।

মহারাজ। উজ্জ্বল সিংহের ঘরে খানাতল্লাসী করতে তোমায় কে অধিকার দিলে ?

দুর্জ্জয়। ধর্ম্মাবতার, রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র জেনে শুনে, কোন রাজভক্ত প্রজা ফাঁকা ভদ্রতার নিয়ম রক্ষা করতে পারে ? রাজার প্রাণ বড় কি প্রজার মান বড় ?—আমি তদন্ত করে এই বুঝ্‌তে পেরেছি

যে শত্রুরা উজ্জ্বলের আহ্বানে এই পথে এসেছে এবং সুযোগ মত উজ্জ্বলের সেনাদল তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তারা যুদ্ধে অগ্রসর হতে চায়না।

মহারাজ। উজ্জ্বল সিংহকে উপস্থিত কর।

[দুর্জ্জয়ের নিষ্ক্রমণ।

আমার নিজবাহু ভগ্ন দেখ্‌ছি, আমার নিজের হৃদয়কে বিদ্রোহী মনে হচ্চে। উজ্জ্বল বিদ্রোহী—একথা যে মনেই আনতে পারিনা! তার স্বর্গগতা ভগ্নার দৃষ্টি তার চক্ষু দিয়ে আমার উপর প্রীতি বর্ষণ করতো; মনে হ'ত যেন তিনি তাঁর মুখের লাবণ্য, তাঁর সতীত্বের জ্যোতিঃ, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য উজ্জ্বলের মুখে আর চরিত্রে ঢেলে রেখে গেছেন। সেই উজ্জ্বল যাকে পুত্রের মত স্নেহ করেছি, বন্ধুর মত বিশ্বাস করেছি, নিষ্পাপ বলে তার মৃতা সহোদরার প্রাপ্য শ্রদ্ধা দিয়েছি—

[শৃঙ্খলিত হস্ত উজ্জ্বল সিংহকে লইয়া সৈনিক পুরুষ দ্বয়ের প্রবেশ।

সৈনিক। মহারাজাধিরাজের অন্তঃপুরে রক্ষীগণ এঁকে দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেয়, আমরা শনিবার সন্ধ্যাবেলা একে সেখানে ধরি।

মহারাজ। উজ্জ্বল সিংহ তুমি ধৃত শৃঙ্খলিত হয়ে এলে? কোন্ আকস্মিক বিপদ নিবারণ করতে তুমি সেনাদল পথে রেখে একলা গোপনে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলে? [কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া] চুপ করে রইলে কেন?

উজ্জ্বল। [স্খলিত কণ্ঠে] মহারাজ—

[ওষ্ঠদংশন পূর্ব্বক কণ্ঠ স্থির করিবার চেষ্টা]

মহারাজ। তোমার বলবার কথা নাই ?

উজ্জ্বল। মহারাজ—[অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আত্মসংযম পুর্ব্বক] কেবল এই কথা—আমাকে এইবার বিশ্বাস করুন। আমার হাতের বাঁধ খুলে আমার তরোয়াল খানা আমাকে ফিরিয়ে দিতে আজ্ঞা হোক—মহারাজের শত্রুদের দেশের বাহির করে দিয়ে, আমি ফিরে এসে মহারাজের হাতে আমার অপরাধের যোগ্য দণ্ড গ্রহণ করব। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমার বিচার ও শাস্তি স্থগিত থাক্।

মহারাজ। ইতিমধ্যে শত্রু জয়লাভ কর্‌তে পারে, রাজদ্রোহীদের সাহায্যে আমার রাজ্য ও গৃহ নষ্ট হতে পারে।

উজ্জ্বল। ভগবান না করুন। উজ্জ্বল সিংহের হাতে অসি থাকতে আর দেহে প্রাণ থাকতে তা কখনও হবেনা। মহারাজ আমি অবিশ্বাসী নই, এই যুদ্ধেই তার প্রমাণ হবে।

[দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। মহারাজাধিরাজ সেনাপতি কেশরী সিংহ গুরুতর আঘাত পেয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন, তাঁর সেনাদল ক্রমেই হঠে আসছে। আমি চললাম।

[প্রস্থান।

উজ্জ্বল। মহারাজ আমি যাই—?

মহারাজ। আগে কোথায় ছিলে ? তোমার কর্ত্তব্য তুমি করলে কেশরী সিংহ মারা যেতনা। কাপুরুষ, কুলাঙ্গার।

[দুর্জ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। কুমার উজ্জ্বল সিংহের সেনাদলে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে, মহারাজাধিরাজ স্বয়ং গিয়ে তাদের শান্ত না কর্‌লে, তারা এ সময়ে মহা বিপদ ঘটাবে।

উজ্জ্বল। [শৃঙ্খলিত হস্ত জোড় করিয়া] আমাকে যেতে দিন মহারাজ। আমার মৃতা ভগিনীর—

মহারাজ। পাপিষ্ঠ, স্বর্গীয়া দেবীর নাম মুখে এনোনা। [কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া] উজ্জ্বল তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা এখন অসম্ভব। তুমি একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত; বিচারের অবসর নাই। সম্প্রতি তোমাকে বন্দীভাবে কারাগারে কাটাতে হবে। তুমি এ রাজ্যের লোক নও; এক হিসাবে তুমি বিদেশী। তোমাকে অতিশয় ভালবেসে, অতিরিক্ত বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। আমি আর আমার দেশী সেনাপতিরা এ রাজ্য রক্ষা কর্‌তে পারব। ভীমসিংহ—

[ভীমসিংহের প্রবেশ]

বীরগ্রামে সামন্ত মেঘরাজের অধিকারে যে কারাগার আছে, এঁকে সেখানে নিয়ে যাও। [উজ্জ্বলের প্রতি] যুদ্ধ শেষে তোমার বিচার হবে। তুমি রত্নপুর রাজের ভ্রাতা না হলে বিনা বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড করতাম।

উজ্জ্বল। যদি মহারাজের কখনও ইচ্ছা হয়, চিরদিনের ভৃত্যকে স্মরণ করলেই সে মহারাজের জন্য প্রাণ দিতে আসবে।

[উজ্জ্বলসিংহকে লইয়া ভীমসিংহের প্রস্থান।

মহারাজ। হায়, হায়, দেবি, দেবি, একি হ'ল। বিশ্বাস আর সন্দেহ স্নেহ আর কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে দ্বন্দ্ব—[উচ্চৈঃস্বরে] ভীমসিংহ—

ভীমসিংহ। [বন্দীসহ ফিরিয়া আসিয়া] মহারাজাধিরাজ আজ্ঞা করুন।

মহারাজ। হাতের বাঁধ খোল। তুমি যাও।

[ভীমসিংহের প্রস্থান।

উজ্জ্বল, আমাকে বল, বল তোমার অপরাধ নাই।

উজ্জ্বল। মহারাজ অপরাধ স্বীকার কচ্চি, আর প্রার্থনা কচ্চি আমাকে আমার সেনাদের কাছে যেতে দিন।

নেপথ্যে। কুমারের সৈন্যরা রাজধানী লুণ্ঠন করতে যাচ্ছে সত্বর তাদের রোধ কর।

মহারাজ। তোমার বলবার কিছুই নাই? ভীমসিংহ, খড়্গসিংহ, তোমরা দু'জনে একে শৃঙ্খলিত ক'রে সাবধানে বীরগ্রামে নিয়ে যাও। মেঘরাজকে বলবে যুদ্ধের পর বন্দীর বিচার হবে। আমি স্বয়ং বিদ্রোহী সেনাদের পশ্চাতে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

অতঃপর ভীমসিংহ ও খড়্গসিংহ কর্তৃক উজ্জ্বলের হস্ত বন্ধন, সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বীরগ্রাম, প্রাচীন দুর্গের নিম্নতলে অন্ধকারাগার। বাহিরে একজন বৃদ্ধ ও একজন তরুণ সন্ন্যাসী ও প্রহরী।

তরুণ স। এ দরজা কখন খুলবে ভাই?

প্রহরী। দরজা যখন তখন খোলে না।

তরুণ স। তাতো খুব জানি, তবু কখনো তো খোলে?

প্রহরী। এই যেদিন রাজা সাহেবের মনে পড়ে, ইচ্ছা যায়। ছ'দিনে ন'দিনে। একটা দিন ঠিক করা নেই।

বৃদ্ধ স। খাবার দিতে যাও কোন রাস্তায়?

প্রহরী। ঐ যে গোল ফোকর, আলো হাওয়া ঢুকবার পথ—এখান দিয়ে একটা র'সি গলিয়ে দেওয়া যায়, রসিতে ছাতুর ঠোঙ্গা আর জলের কুঁজো বাঁধা থাকে।

তরুণ স। সে লোকটি দেখ্‌তে কেমন ভাই?

প্রহরী। আহা যখন এল খাসা দেখ্‌তে ছেল, কিন্তু এই পনের কুড়ি দিনে রোগা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তরুণ স। আমি হলে কবে পালিয়ে যেতুম।

বৃদ্ধ স। কি খেতে দাও?

প্রহরী। একশরা ছাতু, একটু নুন এক কুঁজা জল।

তরুণ স। ফলটল কিছু নয়?

প্রহরী। হুঁ ফল দেবে, মেওয়া দেবে মেঠাই মণ্ডা পরমান্ন দেবে—তবে শ্বশুরবাড়ী না পাঠিয়ে অন্ধকার কয়েদখানায় পূরবে কেন?

তরুণ স। ঠিক বলেছিস ভাই, এতো শ্বশুরবাড়ী নয়, এ হল অন্ধকারাগার। কিন্তু ভাই তোমার ঐ পথ দিয়ে আমার ঝুলিটা নামিয়ে দিতে হবে।

প্রহরী। ওটাতে কি আছে ঠাকুর?

তরুণ স। এই পুঁটলীতে আছে কাপড়, শীত করলে পরবে; আর এই যে কাগজখানা দেখ্‌ছ এতে একটা মন্ত্র লেখা আছে। ভয় পেলে মন্ত্র আওড়াবে।

প্রহরী। ভয়তো খুবই পাবার কথা। ওর মধ্যে অনাহারে যারা মারা গেছে, লোকে বলে তাদের হাড়গুলো ওর ভেতরেই পড়ে আছে, আর তাদের ভুতগুলো ওইখানে মাঝে মাঝে এসে ভারি উৎপাত করে।

বৃদ্ধ স। একটা বন্দী ওর মধ্যে মরেছিল?

প্রহরী। একটা? ঢের লোক ওর মধ্যে মরেছে। এ লোকটা যে জ্যান্ত বেরোবে তা' কে জানে?

তরুণ স। তবে তো আমার এই মন্তর তার খুব কাজে আসবে। কিন্তু পাঠাই কি করে?

প্রহরী। কি করে পাঠাবে? ছাতু জল ছাড়া কোন কিছু পাঠাবারে হুকুম নেই।

রুণ স। কেউ তো ভাই জানবে না?

প্রহরী। তুমি জানবে, আমি জানব, এই বুড়ো ঠাকুরটি জানবে, আর বাকী থাকবে কে? যখন জঙ্গলের ভেতর কি অন্ধকার ঘরে একটা মানুষ আর একটাকে খুন কর, তখন জানে কে?—তারা দুইজন। তারাই সে কথা লুকোতে পারে না, আপনারা বের করে দেয়। ঠাকুর, এ রাজার রাজ্যি! সোজা কথা?

তরুণ স। তা কি বলব ভাই, মন্ত্রের গুণে সব করা যায়, মুখবন্ধ, চোখ বন্ধ হয়, লোহাকে সোনা, সোনাকে লোহা করা যায়, মানুষকে গাধা ভেড়া যা খুসী করা যায়।

প্রহরী। মানুষকে গাধা করা কিছু বাহাদুরী না; তবে লোহাকে সোনা করতে পারলে একটা কাজ হোত, তোমাদের বিদ্যেও বোঝা যেত।

তরুণ স। এ লোকটা নিরেট মূর্খ। চল ঠাকুর আমরা যাই। মন্ত্র শক্তি বুঝবে ওর মত লোক?

প্রহরী। আচ্ছা ঠাকুর আমাকে মন্তর শিখিয়ে দাও, যাতে আমি লোহা সোনা ক'র্‌তে পারি, তখন যা বল কর্‌ব।

তরুণ স। শিখ্‌বে মন্তর?

প্রহরী। শিখব।

তরুণ স। কিন্তু মন্তর নিতে হলে আগে কণ্ঠ শুদ্ধ করা চাই।

প্রহরী। সে কি ঠাকুর?

তরুণ স। যে মুখ দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করবে সে মুখটা আর গলা একটা ঔষধ—একটা শুদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়, তবেই দিয়ে বেরোয়, নইলে অত সংস্কৃত বাক্য তুমি বলতে পারবে না

আচ্ছা বলতো—

মন্থায় স্তার্ণবান্তঃ প্লুত কুহর চলন্মন্দর ধ্বান ধীরঃ
কোণাঘাতেষু গর্জ্জৎ প্রলয় ঘনঘটা ন্যোন্য সংঘট্ট চণ্ডঃ।
কৃষ্ণা ক্রোধাগ্র দূতঃ কুরুকুল নিধনোৎপাত নির্ঘাতবাতঃ
কেনাস্মৎ সিংহনাদ প্রতিরসিত সমো দুন্দুভি স্তাড্যতেঽয়ম্?

প্রহরী। ও বাবা! অত কথা মুখ দিয়ে বেরোবে কি করে?

তরুণ স। তবেই তো! কণ্ঠশুদ্ধির দরকার। তুমি মন্ত্র দিয়ে কি কর্‌তে চাও? সোনা?

প্রহরী। তা একবার ঘরে না হয় জিজ্ঞেস করেই আসি।

তরুণ স। আচ্ছা আমি তোমাকে মন্ত্রের গুণ দেখাচ্ছি। তুমি চোখ বোঁজ—এখন এই ফিরে দাঁড়াও। দেখ্‌বে এখনি কোমরের এই রূপার গোট ছড়া আমি সোনার চন্দ্রহারে করে দেব। আরে ফিরোনা—খুব এঁটে চোখ বুঁজে থাক, দুই হাতে কান কসে বন্ধ কর—আমার মন্ত্র তোমার কানে গেলে সব ফস্কাবে।

[ঝুলিতে রূপার গোট পুরিয়া, সোনার চন্দ্রহার বাহির করণ] এইবার আস্তে ফের। স্বাহা—স্বধা—ফট্—হুম্—এই দেখ।'

প্রহরী। বাঃ এযে দিব্যি সোণার চন্দ্রহার! এতো মেয়েলোকে পরে—যাই ঘরে একবার দেখিয়ে আসিগে। ভারি খুসী হবে। খাসা জিনিষটে। চাবিগাছা সোনা হয় নি। [গমনোদ্যত]

তরুণ স। আরে দেখাবে এখন, তাড়াতাড়িটা এত কিসের জন্য? মন্ত্র রইল আমার কাছে। আবার তো সোণা রূপো হয়ে যেতে পারে, লোহাও হতে পারে। নিজে মন্ত্র না শিখ্‌লে সব ফাঁকি।

প্রহরী। আচ্ছা আমায় ঐ মন্তর শিখিয়ে দাও ঠাকুর।

তরুণ স। আগে এটা দিয়ে কণ্ঠশুদ্ধি কর।

[প্রহরী কর্ত্তৃক ঔষধ গ্রহণ ও সেবন।]

প্রহরী। বেশত মিষ্টি! ও ঠাকুর আমার গা কেমন কচ্চে যে। হাত পা যেন এলিয়ে আস্‌চে ঘুম পাচ্চে—এ—

তরুণ স। ঐ রকম তো হবেই—তোমার ধ্যানের অবস্থা আসচে ভাই, এর পর দিব্যদৃষ্টি আস্‌বে।

প্রহরী। তা দিব্যি দেখ্‌ছি—সোণার গোটছড়া—একটু শুই। আরে আমার কোমর থেকে গোট ছড়া নিচ্চ নাকি?—

তরুণ স। না না—সোণার গোট পরাচ্চি। ভাই, তুমি আরাম করে একটু ঘুমোও।

প্রহরী। আচ্ছা ঠাকুর [প্রহরীর শয়ন ও সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক কারাগারের চাবি গ্রহণ]

তরুণ স। এখন চাবিতো পাওয়া গেল, কিন্তু কোন দিকে দরজা তাই যে জানি না। [ছিদ্রমুখ দিয়া উচ্চকণ্ঠে] ও ভাই বন্দী, যদি উপরে উঠবার পথ জান, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস। আমি দরজার চাবি পেয়েছি দরজা কোথায় বলে দাও। [বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতি] কৈ কেউতো সাড়া দেয়না। চলুন ভাল করে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে বন্দী সহ পুনঃ প্রবেশ।
চক্ষু আলোক সহ্য করিতে পারিতেছে না, এই ভাবে বন্দী
কর্ত্তৃক বারবার চক্ষু আবরণ]

বন্দী। আপনারা কে?

বৃদ্ধ স। আমরা দুটি সন্ন্যাসী

বন্দী। আপনারা পুরুষ কি নারী? [সন্দিগ্ধভাবে সন্ন্যাসীদের মুখাবলোকন]

বৃদ্ধ স। এমন প্রশ্ন কেন? [গুম্ফ ও শ্মশ্রু নির্দ্দেশ করিয়া] এসব কি দেখ্‌চেন?

বন্দী। উনি কতকটা নারীর আকৃতি নিয়ে এসেছেন। আমি নারীকে বিশ্বাস করিনা—ছলনাই তার স্বভাব।

তরুণ স। আপনি খল প্রকৃতির সহিত অধিক পরিচিত।

বৃদ্ধ স। আকৃতি এক হলেই কি প্রকৃতি এক হয়?

বন্দী। আমি নারীকে বিশ্বাস করিনা।

তরুণ স। আমরাও করিনা। নইলে আর সন্ন্যাসী হই?

বন্দী। আপনারা আমাকে উদ্ধার কর্‌লেন কেন?

বৃদ্ধ স। রাজ্যরক্ষার জন্য আপনার আবশ্যক। বীরেরা সব যুদ্ধে আহত ও নিহত, রাজা ও রাজ্য বিপন্ন।

বন্দী। রাজা স্বয়ং আমাকে কারাবদ্ধ করেছেন।

তরুণ স। তাঁর পূর্ব্বের স্নেহ ও অনুগ্রহ স্মরণ করে দেশের দুর্গতি নিবারণ করতে অগ্রসর হউন। এখন অভিমানের সময় নয়, নিজের ক্ষতির প্রতিশোধও নেবার সময় নয়। নিজের অতীত ভবিষ্যৎ ভুলে কেবল বর্ত্তমান বিপদটা ভাবুন। আজ যেখানে হাজার লোক মর্‌ছে, সেখানে আপনাকে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়াতে হবে।

বন্দী। আপনারা আমাকে মুক্তি দিয়ে এই প্রহরীকে আর দুর্গরক্ষক সামন্তরাজকে বিপন্ন করলেন।

তরুণ স। সেনাপতি, সহস্র বীরপুরুষ যুদ্ধে মরছে, ঘরের কোণের একটি দুটি প্রাণের মূল্য তার চেয়ে কি বেশী? সময় বিশেষে অনেকের জন্য একজনকে নষ্ট করতে হয়; নিজের প্রাণতো তুচ্ছ করতেই হয়, দয়াধর্ম্ম হতেও ভ্রষ্ট হতে হয়। উপায় নাই। অবস্থা-ভেদে ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

বন্দী। কিন্তু আমি মহারাজের আদেশে বন্দী। মহারাজকে অনেক মিনতি করে বলেছিলাম—যুদ্ধে যেতে দিন, তারপর যা হয় শাস্তি দেবেন। মহারাজের আদেশ হল—'কারাগারে যাও'।

তরুণ স। রাজা যায়, রাজার আদেশ কে রক্ষা করবে? আপনার স্বদেশী সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়েছে, মহারাজ বা তাদের হাতেই যান।

বন্দী। আমি তাঁর ভৃত্য তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে—

বৃদ্ধ স। তাঁকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।

তরুণ স। গুরুজী, সেনাপতি বহুকাল অল্পাহারে আছেন—বড়ই দুর্ব্বল। আগে এঁকে কিছু বলকারক আহার ও পানীয় দিয়ে তারপরে তর্কবিতর্ক করলে ভাল হয়। আর এ স্থান হতে শীঘ্র সরে পড়া ভাল। প্রহরী জেগে উঠলেই বিপদ।

বন্দী। আমি মুক্ত হয়ে যাব, কিন্তু এ লোকটা আমার জন্য বিপদে পড়বে—মহারাজ জানবার আগে এর প্রভু এর প্রাণদণ্ড করবেন।

" আমি প্রত্যহ এর হাতে ছাতু আর লবণ আর জল খেয়েছি—বেঁচে থেকে একদিন আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করব এই আশাতেই এই অখাদ্য খেয়ে, অস্থানে পড়ে আছি। আজ কারাগারের বাইরে প্রথম পা ফেলেই নিমকহারামি করতে পারিনা।

তরুণ স। হা রাম! হা রাম!—মশাই এমন সময়েও আপনি এত কথা ভাবেন! ধন্য আপনার ধর্ম্মজ্ঞান!

বন্দী। [স্বগত] এ স্বর যে আমার পরিচিত মনে হয়। [প্রকাশ্যে] কে তুমি —তুমি কে?

বৃদ্ধ স। এটি আমার শিষ্য। এ অঞ্চলের লোক নয়, তাই কথাবার্ত্তা একটু কেমন কেমন।

তরুণ স। আমি বলি মশাই, আপনি যান—আমি আপনার ধর্ম্মরক্ষা কর্‌ব—এই গুরুর চরণ ছুঁয়ে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কচ্চি—নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

বন্দী। তুমি কি কর্‌বে?

তরুণ স। মশাই, আমি আপনার হয়ে এই গুহার মধ্যে নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা করব। আমরা সন্ন্যাসী, একটু ছাতু আর জল হলেই ঢের—সবদিন তারও দরকার নেই। বিল্লপত্রের রস আর বটের আঠা খেয়ে কত সন্ন্যাসী বেঁচে থাকে।

বন্দী। তুমি জাননা। কারাগারের নির্জ্জনতা আর গিরিগুহার নির্জ্জনতা এক নয়।

তরুণ স। আমাদের সকল রকমই জানা আছে। মন যদি মুক্ত থাকে তার কারাগারও যেমন রাজপথও তেমন। আপনার কারাগার আমার মুক্ত আকাশ। এখন যান। সম্প্রতি এই পুঁটলীটির কাপড়গুলি পরে নিন, আপনার চাদরখানা আমাকে দিয়ে যান। যান—নমস্কার। গুরুদেব প্রণাম।

বন্দী। কিন্তু চিরদিন এই অন্ধকারাগারে——

তরুণ স। চিরদিন নয়। আমরা সন্ন্যাসী—কামচর। ইচ্ছা হলে কোথায় না যেতে পারি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন। গুরুদেব এঁকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। তোমার বন্দীর স্থান অধিকার করাই অভিপ্রায়?

তরুণ স। তা বইকি? প্রণাম ঠাকুর—পদধূলি দিন। [প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ।

বৃদ্ধ স। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।

বন্দী। ভাই সন্ন্যাসী তুমি আমাকে মুক্তি দিলে শুধু তাই নয়। আমাকে কলঙ্ক মৃত্যু থেকে নবজীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিলে। আমি মহারাজাধিরাজের কাজে চল্‌লাম। যদি জয়ী হয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরি, প্রভু স্বয়ং—

তরুণ স। (ভীতকণ্ঠে) আর দাঁড়াবেন না। যান—যান!

[বন্দীসহ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রস্থান কারাগারের দ্বার ঠেলিয়া তরুণ সন্ন্যাসী প্রবেশোন্মুখ। দ্বার ঠেলার শব্দে প্রহরীর নিদ্রা ভঙ্গ।]

প্রহরী। [গা মোড়া দিয়া] আ—আ—এ—একি? আমি কি ঘুমুলাম নাকি? দরজা খোলা—মাটিতে চাবি পড়ে—বন্দী পালাল নাকি? সন্ন্যাসী বেটারা ফাঁকি দিলে বুঝি?—সোনারূপার স্বপ্ন—না এই তো সোনার চন্দ্রহার—ভিতরে গেল নাকি? [উঠিয়া দরজার নিকটে আসিয়া] তুমি কে হে?

তরুণ স। আমি বন্দী। তুমি ঘুমের ঘোরে কি আওড়াচ্ছিলে আমাকে একেবারে টেনে বার করেছ। তুমি বল্লে বন্দী কোথায়—বন্দী?

প্রহরী। মন্তরটা তো আমাকে শেখাবে বলে কি খাওয়ালে—সেটা ভণ্ডামি নাকি ?—না আমি স্বপ্নই দেখ্‌লাম।

তরুণ স। ভাই তোমার কোমরে ওটা কি চক্ চক্ কচ্ছে ?

প্রহরী। এটাতো ঠিক আছে—এ আমার অনেক কালের, ঠাকুর্দ্দার কালের একটা জিনিস, রাজার কাছে বকশিস্ পাওয়া। বুঝলে কিনা, আমার বাপের বাপের তারও বাপের পাওয়া [বস্ত্রাভ্যন্তরে গোপন] কিন্তু সন্ন্যাসী দুটো গেল কোথায় ? কোথায় গেল কিছু বল্‌তে পার ? আমায় মন্তর দিয়ে গেল না।

তরুণ স। তারা হয়তো দিয়েছে, তুমি ঘুমের ঘোরে হারিয়ে ফেলেছ।

প্রহরী। তাঁদের আবার পাই কোথায় ?

তরুণ স। কোথায় উড়ে গেছে। মন্ত্রের জোরে ওরা পাখী হয়ে ওড়ে, মাছ হয়ে সাঁতার কাটে, ঘোড়া হয়ে ছোটে।

প্রহরী। কোথায় গিয়ে ঘুমোয় তা বলতে পার ?

তরুণ স। না ভাই, তাতো পারিনা। কিন্তু তুমি আমায় এখন কয়েদখানার পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

গান।

অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলরে ভাই
মঠের খবর জানি, কিন্তু পথের সন্ধান নাই।
মাঠের পারে মঠের মাঝে, নিয়ে চলরে ভাই।
উচ্চ চূড়ায় নিশান উড়ে, ভিতটি নাকি পাহাড় জুড়ে
যাবার পথ নয়কো সোজা আঁকাই বাঁকাই।
পথ যে জানিস্ চল্‌রে আগে সামনে সোনার চূড়া জাগে
জল জঙ্গল মাঠ গোবাট সব পেরিয়ে যাই।

প্রহরী। বেশতো গলা তোমার। ছাতুজল খেয়ে আজও গলার আওয়াজ একেবারে বসে যায়নি! আর একটা গান গাওনা ভাই।

সন্ন্যাসীর গান।

আরতো আমার এ জীবনে পাওনা কিছু নাই
বাঁচা গেল বাঁচা গেল গো।
ভিতর বাহির ঘুচল ভেদ, সকল বাঁধন হল ছেদ,
সুখের তরে নাইকো খেদ, দুঃখের দাহ নাই,
সাধ মিটেছে, ঘুচে গেছে সকল বালাই,
বাঁচা গেল বাঁচা গেল গো।

পঞ্চম দৃশ্য।

মহারাণীর নৃত্য গীতশালা।

একজন দাসী বাদ্যযন্ত্রাদি ঝাড়িয়া যথাস্থানে রাখিতেছে আর একজন তাম্বুল-পাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। একটি বালিকা যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছে।

সুসজ্জিতা চন্দ্রার প্রবেশ ও একখানি চৌকীতে উপবেশন।

২য় দাসী। বাইজী পান। মহারাণী আপনাদের আতর পান দিতে বলেছেন।

চন্দ্রা। কি পানই সেজেছিস্। যা মহারাণীর বাটা থেকে গোটাকতক পান নিয়ে আয়। আতরি পান সাজে ভাল। তুফানি এস্রাজটা একটু দে দেখি।

[২য় দাসীর প্রস্থান।

তুফানি। এটা সিতিমা মাইয়া বাজাতেন।

চন্দ্রা। আমরা হলাম বাই আর সিতিমা ছিল মায়ি।

তুফানি। আপনারা পরী, সিতিমা মায়ি ছিল ঘরের মেয়ে।

চন্দ্রা। কোনটা ভাল—কে বেশী সুন্দরী— ?

তুফানি। আমরা কি বুঝি বাইজী ?

চন্দ্রা। [বালিকার প্রতি] পুষ্পিতা বাই তোমাদের কি নতুন গান শিখিয়েছেন ?

বালিকা। গান নতুন নয়, আমরা শিখছি নতুন।

চন্দ্রা। গান সিতিমার হবে, তাই গাও।

[বালিকার গান]

আমি কেমনে বাঁধিব প্রাণে, বাঁধন না মানে
ওগো বাঁধন না মানে প্রাণে, প্রবোধ না জানে।
আমি যতই আঁটি, যতই বাঁধি যতই সাবধানে,
আমার দেহ ছেড়ে প্রাণ যেতে চায়, কি জানি কোন খানে।
আমার বিভোর শ্রবণ কার প্রেমের আহ্বানে
যদি দূরে থাকে, কেন ডাকে, আকুল করে প্রাণে ?
আমি ধরা খুঁজি, গগন খুঁজি, খুঁজি সর্ব্বস্থানে
আমার জীবন গেল, যৌবন গেল তাহারি সন্ধানে।

দ্বিতীয় দাসীর তাম্বুল লইয়া প্রবেশ।

চন্দ্রা। (কয়েকটি পান তুলিয়া লইয়া) যা পুষ্পিতা পরীকে বলগে যা আমি এখানে এসেছি। (প্রথম দাসীর প্রতি) আমাকে আর একখানা রুমাল এনে দেতো।

[দাসীদের প্রস্থান।

[স্বগত] মহারাণীর মহল এখন আমারই মহল। মহারাণী আমাকে কি চোখেই দেখেছেন। আমি যেমন করে যা করি, তাই ভাল লাগে—(বড় আয়নায় মুখাবলোকন) নিজে তেমনি করে সব করতে চান। সারাক্ষণ আমাকে কাছে কাছে রাখছেন। মহারাজ এলেও কি এতটা কাছে কাছে থাকতে দেবেন। দিলেত ভালই হয়। একটু নাচতে ইচ্ছা হচ্চে। বাজেন্দার যে কেউ নাই।

[দাঁড়াইয়া উঠিয়া আয়নার মুখাকৃতি দেখিয়া গুণ গুণ স্বরে গান]

আমি কারও নই, আমি আপনার।
আমি ভালবাসি আমার মুখ
আমি খুঁজি ভাই আমার সুখ
আমি ধারিনা প্রেমের ধার।

[দাসীর রুমাল লইয়া আগমন]

দাসী। মহারাণীর মুখ বড় মলিন। ভাবনায় ভাবনায় যেন ভেঙ্গে পড়েছেন। আজ ভাল করে গান বাজনা শোনাবেন।

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগত) যুদ্ধের গতিকটা ভাল নয়। আচ্ছা, মহারাজ যদি যান, সেনাপতি আছে। কিন্তু সেনাপতি রাজপদ পেয়ে শেষে যদি আমায় না ভালবাসে? তখন হয় তো কত ধরম সরম ভরম দেখা দেবে। এখন সন্দেহ হচ্চে। ওর ভালবাসা খাঁটি নয়। সে ছিল উজ্জ্বলের—একেবারে খাঁটি সোণা। কিন্তু খাঁটি সোণায় গড়ন হয় না। সে আমাকে সিংহাসন দিতে পারত না। না তার ভায়ের সিংহাসন—না তার ভগ্নীপতির। তার ধর্ম্মজ্ঞানটা বড় টনটনে। খাঁটি প্রেম নাকি অধর্ম্ম করে না। খাঁটি প্রেমে আমার কাজ নাইকো।

পুষ্পিতার প্রবেশ।

আয় ভাই একটু নাচ গান করি, মহারাণীর মন ভাল নাই, তাই তিনি আমাদের আগের মত হতে বলেছেন।

পুষ্পিতা। তুমি আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছ। কি সুন্দর ওড়না-খানি! মুক্তার পাড়টি বেশ মানিয়েছে। নীল আকাশে তারা-গুলি যেন ভাস্‌চে। এই রকম নীল আমি ভালবাসি—একেবারে নীল বড়ি নয়—এই আকাশে সকালে আর সন্ধ্যার আগে মাঝে মাঝে যেমন নীল দেখা যায়, সেই নীল, আর মাঝ সমুদ্রের ঢেউ-সূর্য্যাস্তের শেষ আলোর নীচে একটার উপর আর একটা ভেঙ্গে পড়তে পড়তে যেমন নীলাভ হয় সেই নীল, এই দুই রকমের নীল আমার ভাল লাগে।—এটা কি মহারাণী দেছেন?

চন্দ্রা। (সন্দিগ্ধভাবে) তবে আর কে দেবে?

পুষ্পিতা। ভাবছিলাম যদি উজ্জ্বল সিংহই বা দিয়ে থাকেন।

চন্দ্রা। মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্। আমি উজ্জ্বল সিংহের কি ধারধারি?

পুষ্পিতা। (স্বগত) ঢের গয়না কাপড় তার কাছে পেয়েছ। (প্রকাশ্যে) রাগ করিসনে ভাই। সেকি না তোকে ভাল বাসত, তাই মনে হল। তোকে দেখ্‌তে এসেই সে ধরা পড়্‌ল। আহা, বেচারার নাকি ভারী রকমের সাজা হয়েছে। যুদ্ধের পথে ফিরে আসা—তা আবার মহারাণীর মহলে।

চন্দ্রা। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। কি রকম আস্পদ্ধা দেখ দেখি? হাজার বার বারণ করেছি, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিও না। তা গ্রাহ্য নাই। আমার কি একটা মান-অপমান জ্ঞান নাই? আমি রাজাধিরাজের সেবিকা—যাকে তাকে ভালবাসতে পারি? ছি! ছি!

পুষ্পিতা। উজ্জ্বল সিংহের কোন খবর জানিস?

চন্দ্রা। না। সিতিমার খবর তুই জানিস?

পুষ্পিতা। কিছু না। সে যে কোথায় গেল।

চন্দ্রা। সিতিমা উজ্জ্বলকে ভালবাসত, তা জানিস ?

পুষ্পিতা। না। ভাল ও বাস্‌ত সবাইকে—কাউকে বিশেষ ভালবাসত না। ভালবাসার কথা নিয়ে আমায় ঠাট্টা করত। কিন্তু ভাই ওর গান শুনে অন্য লোকের প্রাণ উছলে উঠ্‌ত।

চন্দ্রা। কি রকম করে বেরিয়ে গেল, কেউ জানে না।

পুষ্পিতা। কেউ বলে জলে ডুবে মরেছে। কেউ বলে তীর্থ করতে গেছে। এক বুড়ো ফকির এসেছিল, সে হাত গুণে বল্লে তুমি সন্ন্যাসিনী হবে। তার সঙ্গে নাকি চলে গেছে। কেউ বলে সে বুড়ো একটা বড় ওস্তাদ, দেশ-বিদেশে রাজরাজড়াদের সভায় গান গেয়ে বেড়ায়। ও নাকি তাকে গুরু বলে মেনেছে।

চন্দ্রা। যে কয়দিন হীরা মোতির গহনাগুলি আছে গুরুজী সঙ্গে থাকবেন, তারপর হঠাৎ একদিন সরে পড়বেন।

পুষ্পিতা। একবার যখন রাজপুরী ছেড়ে গেছে আরতো এখানে ঢুকতে পারবে না।

চন্দ্রা। ঢুকতে একবার পাবে, কিন্তু তারপর কাঁধে মাথা থাকবে না।

পুষ্পিতা। এমনই আমাদের নিয়তি। হায়, আমাদের বাপ মা কি সুখের জন্যই এ রাজসংসারে পাঠিয়েছেন !

চন্দ্রা। পাঠিয়েছেন বেশ করেছেন। এত গহনা কাপড় এত মান আর কোথায় পেতে ? কতগুলো নোংরা ছেলে নিয়ে ময়লা বিছানায় গড়াতে হয় না, বাসন মেজে হাতে কড়া পড়ে না, রুটি সেঁকতে হাত পোড়ে না, রোদে ঘুরে মুখ কাল হয় না। এখানে সুখ নাই ?

পুষ্পিতা। আহা কি সুখ! শিশু বয়সে এই কারাগারে ঢুকেছি, এখানে পাহারাওয়ালা আছে, কিন্তু আপনার বলতে কেউ নাই। মরে গেলে কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলবার নাই। সাজ-পোষাকের তলে প্রাণটা হাহাকার কচ্চে।

এই সাজ পোষাকের তলে
হিয়া জ্বলে, শুধু জ্বলে,
চোখের জল শুকিয়ে যায় হৃদয়ের অনলে।

চন্দ্রা। সিতিমার মত বেরিয়ে যা, সাধু সন্ন্যাসী গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে মিশ্‌বি যা।

পুষ্পিতা। সিতিমা তীর্থে গিয়ে নিশ্চয় মরেছে, নইলে আমাকে একটু খবর দিত।

চন্দ্রা। সে এখনও সুখে আছে। কারাগার ছেড়ে স্বাধীন হয়েছে, খাঁচার পাখী ছিল, এখন উড়ে উড়ে বনে বনে বেড়াচ্ছে। আমাদের রাজাধিরাজের এত প্রশংসা, এত স্নেহ মিষ্ট লাগেনি, রাস্তা ঘাটে ভিড়ের মধ্যে বাহবা আর হাততালিতে তার কাণ আর প্রাণ তৃপ্ত হচ্চে।

পুষ্পিতা। আমার মন বলে সে নাই—সে মরেছে।

মহারাণীর প্রবেশ।

মহারাণী। কে মরেছে পুষ্পিতা?

পুষ্পিতা। এই সিতিমার কথা বলছিলাম। মহারাণী, প্রণাম করি।

মহারাণী। তোমাদের ডেকেছিলাম পুষ্পিতা। কিন্তু আজ আর নাচ গান নয়। যুদ্ধের সংবাদ বড় ভয়ানক। প্রধান সেনাপতি দুর্জ্জয়সিংহ অসীম সাহসে শত্রুসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। একি চন্দ্রা—(চন্দ্রার ভাবান্তর নিরীক্ষণ)

চন্দ্রা। (আত্মসংবরণপূর্ব্বক) মহারাণীর পানে কি একটা মসলা বেশী ছিল, মাথাটা ঘুর্‌চে।

মহারাণী। দুর্জ্জয়সিংহের মৃত্যুতে আমাদের সেনাবল খর্ব্বীকৃত হল, দেশ একজন বড় বীর হারালেন আমাদের সকলেরই প্রাণ শোকার্ত্ত। কিন্তু শোকে মুহ্যমান হয়ে বসে থাকবার অবস্থা এখন নয়। আমাদেরও আত্মরক্ষার কথা ভাবতে হবে। আমাদের মহারাজ বিপন্ন—তাঁর সৈন্যদলের গতিরোধ করে' অগ্র পশ্চাতে শত্রু-সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। একদল নাকি রাজধানীর দিকে আসচে—কেউ বলে আমাদের স্বপক্ষীয়, কেউ বলে বিপক্ষের —অবস্থা সঙ্কটজনক। মহারাজ লিখেছেন, উজ্জ্বল সিংহ থাকলে এই বিপদ ঘট্‌ত না।

চন্দ্রা। আজ আর গান বাজনা হতেই পারে না।

পুষ্পিতা। মন্দিরে মন্দিরে পূজা ও শান্তিস্বস্ত্যয়ন হউক।

মহারাণী। আমারও সেই ইচ্ছা।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। আর একজন পদাতিক এসেছে।

মহারাণী। নিয়ে এস।

পদাতিকের প্রবেশ।

পদাতিক। রাজাধিরাজের জয় হোক।

সকলে। রাজাধিরাজের জয় হোক। [পত্র দান]

মহারাণী। (পত্রপাঠ)

"প্রিয়ে, ভয় পাইও না। আমরা এখনও তিষ্ঠিয়া আছি। বনগ্রামের জমীদার, সিংহবিক্রম বিক্রমসিংহ একদল নূতন সৈন্য লইয়া আমাদের পশ্চাতের সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিয়াছেন। এখন সম্মুখের সৈন্যদের তাড়াইতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিব।"

সুসংবাদ বহন করে এনেছ—এই লও।

[স্বর্ণমুদ্রাদান—পদাতিকের প্রস্থান।

দাসী। নগরপাল উপস্থিত।

মহারাণী। ডাক।

নগরপাল। জয় মহারাজাধিরাজ বীরভদ্রের জয়, মহারাণী সুব্রতার জয়।

মহারাণী। শঙ্কিত প্রজাবর্গকে অভয়দান কর। বল, রাজধানীর কোন বিপদ নাই। মন্দিরে মন্দিরে পূজা দাও—ব্রাহ্মণগণ স্বস্ত্যয়ন করুন।

নগরপাল। যে আজ্ঞা মহারাণীর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজভবন—মন্ত্রগৃহ।

মহারাজ বীরভদ্র, মহারাণী সুব্রতা, মন্ত্রী ও পরিষদগণ।

মহারাজ। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, আমরা গৃহে এসে বিশ্রান্ত হয়েছি, এখন আমাদের বিশ্বাসী সেনাপতিদের এবং সাহসী সেনাদের প্রকাশ্যে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করতে হবে।

মন্ত্রী। আগে বিদ্রোহীদের দণ্ড, তৎপরে অনুরক্ত ভক্তজনের পুরস্কার হলেই ভাল হয়। মধুরেণ সমাপয়েৎ

মহারাজ। বিদ্রোহী প্রজারা যখন বশ্যতা স্বীকার করে মার্জ্জনা ভিক্ষা কচ্চে, তখন আর শাস্তির কি প্রয়োজন ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ছয় মাস যুদ্ধ চলেছে। এই অন্যূন ১৮০ দিনের অপরাধ এক দিনের মুখের বশ্যতায় মার্জ্জনা প্রাপ্ত হবে ?

মহারাজ। যতদিন মন বশ্যতা স্বীকার না করেছে, ততদিন মুখ ক্ষমা ভিক্ষা করে নাই। যদি হৃদয় জয় করে থাকি, ওদের দেহগুলি কারাগারে রেখে কি লাভ ? মুক্তদেহ, মুক্তচিত্ত, আমার ভক্ত প্রজার সংখ্যা বর্দ্ধিত হোক।

১ম পারিষদ। প্রজা বৎসল মহারাজের মহানুভাবকতার সীমা নাই।

২য় পারিষদ। প্রভু দীনপালক।

মহারাজ। মার্জ্জনা ঘোষণা কর, মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজাধিরাজের। রত্নপুরের দূত অধীরভাবে তাঁর প্রভুর পত্রের উত্তরের অপেক্ষা কচ্চেন।

মহারাজ। তাঁকে অতিথি সৎকারে পরিতুষ্ট কর। কালই তিনি উত্তর পাবেন। বিজয়ী বিক্রম সিংহকে সভায় আহ্বান করতে কেউ গিয়েছে?

মন্ত্রী। যারা গিয়েছিল ফিরে এসেছে। [দ্বাররক্ষীর প্রতি ইঙ্গিত।

জনৈক অমাত্যসহ দ্বাররক্ষীর প্রবেশ।

অমাত্য। মহারাজাধিরাজের জয় হোক। বিক্রমসিংহ মহারাজাধিরাজের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন কচ্চেন—প্রভু অনুগত বৎসল, ভৃত্যের একটি প্রার্থনা পূর্ণ করলে মহারাজাধিরাজের চরণে উপস্থিত হতে পারি।

মহা। কি প্রার্থনা? বিক্রম সিংহকে আমার কিছুই অদেয় নাই। বিপদে যিনি আমার অদ্বিতীয় সহায় হয়েছিলেন, সম্পদের সময় তিনি আমা হ'তে দূরে রয়েছেন ইহাই আমার ক্ষোভ। তিনি আমার সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য—বস্তুতঃ নিজে তিনি অনাহূত হয়ে সেই পদের করণীয় যা তা করেছেন। তিনি আমার রাজ্য, আমার মান, আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করেছেন। তিনি পশ্চাতের শত্রু ধ্বংস করে, আমার পার্শ্বে এসে আমার সেনাবল বর্দ্ধিত করে, আমাকে জয়ী করে দিয়ে গেলেন। তুমি যাও, গিয়ে বল, তাঁকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

অমাত্য। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু উজ্জ্বল সিংহের প্রতি মহারাজাধিরাজের ক্ষমা।

মহা। আমি আনন্দের সহিত তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করব। যাও, তোমরা একজন সমাদরে বিক্রম সিংহের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু উজ্জ্বল সিংহকে বীরগ্রামের কারাগার হ'তে নিয়ে এস।

১ম পারিষদ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

মহারাজ। এখন কিছুকাল আমি বিশ্রাম ক'রব।

[মহারাজ ও মহারাণী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মহারাজ। আজ গীত বাদ্যাদির আয়োজন হউক। মহারাণী তোমার গায়িকা ও নর্ত্তকীদের অনেক দিন দেখি নি।

মহারাণী। মহারাজ প্রধান নর্ত্তকী পীড়িতা। গায়িকা সিতিমাও জীবিত নাই।

মহারাজ। কি ? সিতিমা জীবিত নাই ! সে যে যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাদের উৎসাহিত করেছে, আজ বিজয়ের উৎসবে তার কণ্ঠ নীরব। রাজ্ঞী তার কি রোগে মৃত্যু হ'ল ?

মহারাণী। উজ্জ্বল সিংহের ধরা পড়বার পর বোধ হয় সে একটু উন্মাদ-গ্রস্ত হয়েছিল। প্রথমে উন্মাদের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি, কিন্তু উন্মত্ত না হলে গবাক্ষ দিয়ে পরিখার জলে ঝাঁপ দিতে যায় কি ?

মহারাজ। ঝাঁপ দিতে যাবার পর কি হ'ল ?

মহারাণী। ঝাঁপই দিয়েছিল, তারপর বোধ হয় মৃত্যু ঘটে—তারপর কেউ তাকে দেখে নাই। পরিখা জলে পুর্ণ ছিল—হ্রদের সঙ্গে পরিখার যোগ।

মহারাজ। কেউ তাকে তুল্‌তে চেষ্টা করে নি ? তার দেহও ভেসে ওঠে নি ?

মহারাণী। না মহারাজ, তার সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই হয় নি। এ বিষয়ে আমিই অপরাধী, নারীহত্যা পাপেতে লিপ্ত। কিন্তু মহারাজ আমি জানতাম না। সে মহারাজের মঙ্গল কামনায় নির্জ্জনে কি এক ব্রত করবে বলে আমার কাছে সাত দিনের ছুটী চেয়েছিল।

মহারাজ। বটে। তারপর ?

মহারাণী। আমি অন্তঃপুরের দাসদাসীদের বলে দিলাম কেউ সিতিমার ঘরে না যায়, তার একটা নির্জ্জনবাস ব্রত আছে। ইতিমধ্যে পরিখার জলে তার বাসন্তীরঙ্গের ওড়না ভাস্‌তে দেখা গেল; দুর্গ প্রাচীরের নীচে তার ছিন্ন বস্ত্রাংশও পড়ে ছিল।

মহারাজ। কি অদ্ভুত ! তোমরা কেউ তার খোঁজ কর্‌লে না !

মহারাণী। আমরা মহারাজের বিপদের কথা শুনে সকলেই চিন্তাকুল। মহারাজ তখন চতুর্দ্দিকে শত্রু সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত। দুর্গ পরিখার সেতু তখন তোলাই ছিল, সকলে দুর্গ রক্ষার উপায়ই ভাবছি, তখন গায়িকার কথা ভাববার অবসর ছিল না।

মহারাজ। তুমি বল্‌লে চন্দ্রা পীড়িতা, তার কি হয়েছে ?

মহারাণী। আমি তো তার শারীরিক কোন রোগের কথা জানি না। তার মনেই কোন অশান্তি আছে।

মহারাজ। তুমি আর বালিকা নও। এই ছয় মাসে অনেক বেড়েছ।

মহারাণী। মাথায় একটু বেড়েছি কি ?

মহারাজ। মাথায় বেড়েছ বইকি ? চিন্তা কর্‌তে শিখেছ, আর রূপে গুণে গাম্ভীর্য্যেও বেড়েছ। আর—

মহারাণী। আর ?

মহারাজ। আর স্বামীর প্রেমে।

মহারাণী। আমি কি স্বামীর প্রেম পেয়েছি?

মহারাজ। পেয়েছ, কিন্তু চন্দ্রার শিক্ষায় নয়। রাজমহিষী নর্ত্তকীর কাছে কি শিখ্‌বে?

মহারাণী। সিতিমা আমাকে মুক্তির কথা শিখিয়েছে,—না চেয়ে দিতে পারাই মুক্তি, আমি তাই শিখ্‌তে চেষ্টা করেছি।

মহারাজ। সিতিমা স্বর্গীয়া মহারাণীর কাছে শিক্ষা পেয়েছে, উজ্জ্বল সিংহের বাল্যসঙ্গিনী ছিল; তার কাছে তোমার শিখ্‌বার কিছু ছিল, কিন্তু চন্দ্রার কাছে—না।

মহারাণী। মহারাজ আমার ভুলের কথা জানেন?

মহারাজ। জানি তুমি মনে কর্‌তে, স্বামী যে নর্ত্তকীর নৃত্যকলার প্রশংসা করেন, সে তোমার গুরু হয়ে হাব ভাব বিলাস ভঙ্গী দিয়ে তোমাকে স্বামীর মনোরঞ্জন কর্‌তে শেখাবে। কিন্তু জানতে না, যে, খেলনাতে আর দেবপ্রতিমাতে যে পার্থক্য নর্ত্তকীতে আর পত্নীতে তাই।

মহারাণী। আর একটা অপরাধও কি স্বামী জানেন? কুমার উজ্জ্বল সিংহকে আমি ভাই বলে গ্রহণ কর্‌তে পারিনি। আমিই তাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেছি।

মহারাজ। সে কি? তুমি তাকে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌লে?

মহারাণী। ভাবতাম তার মুখ আমার স্বামীর বুকে আমার সপত্নীর স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখচে, তাই তাকে দূরে পাঠাতে চেয়েছিলাম।

মহারাজ। কে তোমাকে এ কাজে সাহায্য করেছে।

মহারাণী। সেনাপতি দুর্জ্জয় সিংহ।

মহারাজ। সেনাপতির সঙ্গে তুমি কবে কোথায় পরামর্শ করতে ?

মহারাণী। তার সঙ্গে তো পরামর্শ করি নি।

মহারাজ। কার সঙ্গে করতে ?

মহারাণী। চন্দ্রাকে কথায় কথায় বলেছিলাম যে মহারাজ বড় মহারাণীকে খুব ভালবাসতেন, এখনও তাঁকে ভুলতে পারেন নি; উজ্জ্বলের মুখে তাঁর মুখের সাদৃশ্য দেখেন বলে তাকেও এত ভালবাসেন। চন্দ্রা বললে উজ্জ্বলকে সরা'লেই তো হয়। আমি ব'ললাম সে তার দিদির সিংহাসন থেকে আমাকে সরিয়ে নিজে বসেছে, তাকে সরাবার সাধ্য আমার নেই। এ কথা সেনাপতি কি করে শুনলেন জানিনা, কিন্তু এক দিন আমার এক সহচরীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, মহারাণীর শত্রুকে আমি শীঘ্রই সরাব।"—উজ্জ্বল সিংহ ধরা প'ড়বার পর চন্দ্রার কাছে শু'নলাম চন্দ্রা তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যই সে যখন লুকিয়ে দেখা করতে আসছিল, তাকে মানা করেনি, বাধাও দেয়নি, এদিকে সেনাপতিকে খবর পাঠিয়েছিল।

মহারাজ। উজ্জ্বলের প্রতি চন্দ্রার বিদ্বেষের কারণ কি ?

মহারাণী। উজ্জ্বল চন্দ্রাকে ভালবাসত আর ভালবাসার কথা বলত।

মহারাজ। তাই তার উপর এমন আক্রোশ ?

মহারাণী। হবে না ? সে তো তোমার সম্পত্তি—তোমার সেবিকা।

মহারাজ। ওঃ। সেনাপতির উজ্জ্বলের প্রতি বিদ্বেষের কি কারণ ছিল ?

মহারাণী। এখন মনে হয়—

মহারাজ। বল—দুর্জ্জয় শুনবে না।

মহারাণী। নামে দুর্জ্জয় প্রধান সেনাপতি ছিলেন বটে, কিন্তু কাজে তুমি উজ্জ্বলকে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছ।

মহারাজ। দুর্জ্জয়ের স্বার্থ ছিল, আর চন্দ্রা কেবল আমাদের প্রতি নিস্বার্থ ভালবাসা থেকে উজ্জ্বলের সর্ব্বনাশ করেছে? তার কি মনে হতে পারে না, যে, সে নামে তোমার সহচরী হয়ে, সর্ব্বদা তোমার স্বামীর দৃষ্টিপথে থাকে, আর বিশ্বস্ততা দেখিয়ে তাকে মুগ্ধ রাখে, পরে সন্তানের জননী হয়ে রাণীর পদ পায়?

মহারাণী। আমি কি মূর্খ! মহারাজ আমাকে ক্ষমা কর।

মহারাজ। ভগবানের কৃপায় তোমার মূর্খতার ফল ঠিক ফলেনি। আমি বিশ্বাস করি উজ্জ্বলের বিশেষ অহিত হয়নি। আচ্ছা, চন্দ্রার সঙ্গে উজ্জ্বলের কখন, কোথায় দেখা হ'ত?

মহারাণী। আমার সাম্‌নেই কয়েকবার দেখা হয়েছে। উজ্জ্বল আমার জন্য একখানা নাটক লিখেছিলেন। চন্দ্রা কয়েকটি বালক বালিকা নিয়ে তার অভিনয় কর্‌বে কথা ছিল। সেই সময়ে ওদের কিছু বেশী দেখা সাক্ষাৎ আর কথাবার্ত্তা হ'ত। আমার মনে হয় তখনই উজ্জ্বল চন্দ্রাকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করেন।

মহারাজ। খুব সম্ভব। নাটকের গল্পটা কি?

মহারাজ। গল্পটা এ দেশের পুরাতন ইতিহাস থেকে। কিন্তু শেষকালে আমাদের মনে হ'ল, এ থেকে রাজদ্রোহিতা মনে স্থান পেতে পারে। তাই উজ্জ্বল তাঁর লেখাটা ছিঁড়ে ফেললেন।

মহারাজ। বটে? সব পরিষ্কার হয়ে গেল! সন্দেহ বিষ কি ভয়ানক! যে কোন ছিদ্রে একবার মনে প্রবেশ করিয়ে দিলেই হ'ল। অমনি বুদ্ধি নাশ হয়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজভবন—মন্ত্রগৃহ।

অমাত্য ভৃত্যাদি পরিবেষ্টিত মহারাজ ও মহারাণী। সম্মুখে বর্ম্ম শিরস্ত্রাণধারী জনৈক পুরুষ, ইহার মুখের অধিকাংশ আবৃত।

মহারাজ। বিক্রম, তুমি ভালরূপে গোত্র-পরিচয় দিতে পারলে না; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আত্মপরিচয় দিয়েছ; পুরুষের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

বিক্রম। মহারাজ, উজ্জ্বল সিংহের মত আমিও গুরুতর অপরাধ করেছিলাম, তাই লজ্জায় বংশ-পরিচয় দিতে পারি নাই। কিন্তু উজ্জ্বল সিংহ উপস্থিত হলে মহারাজ সব জানতে পারবেন।

মহারাজ। তুমি আমার যে উপকার করেছ তা অপরিশোধনীয়। তুমি বীর পুরুষ, তোমাকে আমার এই অসি দিলাম, ইহা চিরদিন তোমার জীবন এবং যশোরাশি রক্ষা করুক। এই হার ও অঙ্গুরীয় দিলাম, ইহা তোমার অতীত সকল অপরাধের ক্ষমার নিদর্শন।

[উজ্জ্বলের হস্তে অসি, কণ্ঠে রত্নহার ও অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় দান]

বিক্রম। [নতজানু হইয়া দান গ্রহণ ও উত্থান পূর্ব্বক] মহারাজ এ ভৃত্য আপনার দানের অপব্যবহার ক'রবে না।

পারিষদের প্রবেশ।

পারিষদ। মহারাজ বীরগ্রামের কারাগার থেকে পীড়িত উজ্জ্বল সিংহকে খাটিয়ায় করে বাহকেরা নিয়ে এসেছে, তিনি উত্থানশক্তি রহিত।

বিক্রম। (চকিতভাবে) কি? কে উত্থানশক্তি রহিত?

মহারাজ। (বিক্রমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া) নিয়ে এস, উজ্জ্বলকে খাটিয়ায় করেই এখানে নিয়ে এস।

(বাহকদ্বয় কর্ত্তৃক খাটিয়া আনয়ন এবং দ্রুতবেগে বিক্রমকর্ত্তৃক পীড়িতের মুখাবরণ উন্মোচন)

উজ্জ্বল। (চীৎকার পূর্ব্বক) সিতিমা, তুমি ? তুমি এতকাল কারাগারে বন্দিনী ছিলে ? হায় হায়! আমাকে একি পাপ করালে ? এক কলঙ্ক ক্ষালন ক'রতে বলে, একি মহা কলঙ্কে আমায় দাগী করে দিলে ? (নতজানু হইয়া সিতিমার হস্তদ্বয় গ্রহণ)

সিতিমা। [ক্ষীণ কণ্ঠে, ধীরে] কুমার, আমি বন্দিনী ছিলাম না। আমি তো মুক্ত ছিলাম। আমি পথে আস্‌তে আস্‌তে শুনলাম বিক্রম সিংহ সিংহবিক্রমে মহারাজের রাজ্য ও জীবন রক্ষা করেছেন—আমি বুঝলাম সে তুমি। গৌরবে গর্ব্বে আমার বুক ফেটে যাবার মত হয়েছে। আমার মন কারাগারে ছিল না, সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিল। আমি সুখী। কুমার আমি ধন্য—আমার জীবনে আমি একটু কিছু করেছি—তোমাকে বাঁচিয়েছি—

[মহারাজ ও মহারাণী সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া যুক্ত করে]

মহারাজ, ক্ষমা চাই। মহারাণী ক্ষমা।

বিক্রম। মহারাজ, আমি হতভাগ্য উজ্জ্বল। [শিরস্ত্রাণাদি উন্মোচন] এই কঙ্কালশেষা নারী আমার বাল্যসঙ্গিনী, আমার সঙ্গীত শিক্ষায় সতীর্থা সিতিমা। সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে আমাকে বীরগ্রামের কারাগার থেকে মুক্ত করে, নিজে আমার স্থান গ্রহণ করেছিলেন, আমি তখন চিন্‌তে পারিনি।

মহারাজ। কি আশ্চর্য্য !

সিতিমা। (যুক্তকরে) মহারাজ আমাকে ক্ষমা করলেন?

মহারাজ। কে কাকে ক্ষমা করে? তোমাদের মত দেবতা আমি খেলার পুতুল করে রেখেছিলাম! তুমি মুক্ত হয়ে তোমার প্রকৃতরূপ দেখিয়েছ, আমাকে লজ্জা দিয়েছ। তুমিই আমাকে ক্ষমা কর, তোমাকে চিনি নাই। উজ্জ্বলকেও চিনি নাই। তুমি উজ্জ্বলকে কারামুক্ত করে তাকে বাঁচিয়েছ, আমাকেও বাঁচিয়েছ।

সিতিমা। মহারাজ, উজ্জ্বল সিংহ শত্রুর চক্রান্তে রাজান্তঃপুরে আনীত হয়ে—সেখানে বিনা অপরাধে ধৃত হন। তিনি এ কথা প্রকাশ করেন নি—করবেনও না। সকলে শুনে রাখুন।

[ভূমিতলে নতজানু, খাটিয়ার পার্শ্বে মস্তক অবনত রাখিয়া উজ্জ্বলের নীরবে অবস্থান]

আমি মৃত্যু-শয্যায় মিথ্যা বল্‌ছি না। সেনাপতি দুর্জ্জয় সিংহ কোথায়?

মহারাজ। দুর্জ্জয় সিংহের বিচার অন্য লোকে হচ্ছে।

মহারাণী। সিতিমা, তুমি কল্যাণময়ী হয়ে সব দিক রক্ষা করেছ, আমরা সকলে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন। কুমার, আপনার এই অযোগ্যা ভগিনীর অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মহারাজ। ভাই উজ্জ্বল, আমার ইচ্ছা ছিল আমি তোমাকে আমার প্রধান সেনাপতি, আমার বিশ্বস্তবন্ধুরূপে সর্ব্বদা কাছে রাখ্‌ব। কিন্তু তা' হবে না। রত্নপুরের রাজসিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্চে। তোমার অগ্রজ রোগশয্যা থেকে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। [উজ্জ্বলকে স্তব্ধভাবে থাকিতে দেখিয়া মহারাজ ও মহারাণীর বিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময়]

সিতিমা। সুসংবাদ। এখন আমাকে সকলে বি॰॰য় দিন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার গান গাই॰॰র শক্তি গিয়েছে। আমাকে ছুটী দিন মহারাজ।

মহারাজ। তুমি যেভাবে যেখানে থাকৃতে চাও, তাই হবে।

সিতিমা। আমার গুরু আনন্দস্বামীকে খবর দিন। তিনি আমাকে পশুপতি নাথ নিয়ে যাবেন। আমার সময় ফুরিয়েছে।

উজ্জ্বল। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) মহারাজ এই কুমারী কন্যার উপর আপনার কোন দাবী আছে?

মহারাজ। কিছু না—কিছুমাত্র না।

উজ্জ্বল। তবে মহারাজ, সর্ব্বসাক্ষী বিধাতার আর মহারাজ মহারাণী এবং উপস্থিত সকলের সমক্ষে আমি এঁকে ধর্ম্মপত্নীত্বে বরণ করলাম। [রাজদত্ত রত্নহার সিতিমার কণ্ঠে অর্পণ]

সিতিমা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) আমার পক্ষে এখন বধূ হওয়া সম্ভব নয়—বিশেষ রাজপুত্র-বধূ। দেখছ না বন্ধু আমার এ পৃথিবীতে বেশী দিন নাই।

উজ্জ্বল। যে ক'দিন আছে আমাকে তোমার সেবার অধিকার দাও। আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না। কেবল জগৎ জানুক, তুমি আমার ধর্ম্মরক্ষা করে ধর্ম্মপত্নী হয়েছ। বল সিতিমা—

সিতিমা। আমি কি বলব? আজ আমার গৌরব, আমার আনন্দ রাখবার স্থান নাই। ভগবান ধন্য—ধন্য তাঁর কৃপা, ধন্য আমি। কিন্তু এখন এই রুগ্নশরীরের বোঝা দিয়ে আমি তোমাকে ভারগ্রস্ত করতে চাই না। তোমাকে অপবাদমুক্ত, কীর্ত্তিমান্ দেখলাম, আর কি চাই? আমার আশা পূর্ণ হয়েছে, দিনও ফুরিয়েছে।

উজ্জ্বল। কিন্তু একদিনের জন্যও তোমাকে আমার বলতে না পেলে আমার ক্ষোভ থাকবে।

সিতিমা। এই ক্ষোভটুকু আমার জন্য চিরকাল রেখো। ঐটুকুই আমার পুরস্কার। একটু জল—গলা শুকিয়ে আসচে। [শয্যায় উপবেশন করিবার চেষ্টা। মহারাণীকর্ত্তৃক পানীয় দান]

উজ্জ্বল। আমি তোমাকে মরতে দিব না, আমার ভালবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব। [নিজের দক্ষিণ বাহুর উপর সিতিমার মস্তক ধারণ]

সিতিমা। (ধীরে ধীরে এবং ক্ষীণতর স্বরে) যুবরাজ তুমি কি বলছ, জাননা। পূজার ঘট ভেঙ্গে যায় সেই ভাল। দেবপ্রতিমা জলে বিসর্জ্জন করাই ঠিক। ওতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বেশী দিনের জন্য নয়। আমারও বিসর্জ্জনের দিন এসে পড়েছে। ঘরে নিয়ে স্ত্রী করলে দেখ্‌বে মাটী, মাটী—কেবল মাটী। তার চেয়ে অল্পক্ষণের একান্ত মিলন—ঘন আনন্দ, এই ভাল।

উজ্জ্বল। কেন আপনার অসম্মান করছ? থাক্—তুমি রুগ্ন দুর্ব্বল—এখন এ আলোচনা থাক্। [আস্তে আস্তে উপাধানে সিতিমার মস্তক স্থাপন]

মহারাজ। [ভৃত্যের প্রতি] একবার রাজবৈদ্যকে ডাক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

সিতিমা। গুরুদেবকে ডাক্‌তে কেউ গেল কি? পশুপতি নাথে আমাকে পৌঁছিয়ে দেবার উদ্যোগ করে দিন মহারাজ।

রাজবৈদ্যসহ ভৃত্যের প্রবেশ।

রাজবৈদ্য। [সিতিমার নাড়ী পরিক্ষা করিয়া] পশুপতিনাথে পাঠাতে হলে আর বিলম্ব নয়।

মহারাজ। [পারিষদের প্রতি] যাত্রার আয়োজন কর, আনন্দস্বামী কোথায়?

পারিষদ। শুন্‌লাম তিনি বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছেন, আমি নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

মহারাণী। সিতিমা একটু বিশ্রাম করে গেলেই ভাল হয় না? রাস্তায় যদি অসুখ বাড়ে?

মহারাজ। রাজবৈদ্য সঙ্গে যান।

সিতিমা। কোন আবশ্যক নাই।

আনন্দস্বামী ও পারিষদের প্রবেশ।

আনন্দ। সকলের মঙ্গল হউক। মা তবে পশুপতিনাথে চল।

সিতিমা। প্রণাম গুরুদেব। আমি ফিরেছি। এবার আমাকে আর এক পথে এগিয়ে রেখে আসুন।

মহারাজ। সিতিমা, বোন আমার, তুমি ভগবানের কৃপায় সুস্থ হও। পশুপতিনাথ তোমাকে আমাদের ফিরিয়ে দিন।

সিতিমা। হ্যাঁ তাই বলছিলাম মনে মনে। আমি যেন মহারাজের দরবারে চিরদিন স্থান পাই।

পুষ্পিতার প্রবেশ।

কেও—পুষ্পিতা? বোন, আমি তীর্থে যাচ্চি।

পুষ্পিতা। আমি তোমার সেবার জন্য তোমার সঙ্গে যাব। তোমার চেয়ে আমার আপনার কেউ রাজবাড়ীতে ছিল না। মহারাণী অনুমতি করুন।

মহারাণী। স্বচ্ছন্দে যাও পুষ্পিতা।

সিতিমা। আমি তোমারই সেবা চাই বোন, এস। কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। তারপর পশুপতিনাথে আরও আহত পীড়িত অনেক পাবে। তাদের আপনার জন বলে সেবা করে তোমার ভালবাসার সাধ পূর্ণ কোরো। চলুন বাবাজী। মহারাজের জয় হোক, মহরাণী সুখী হউন। কুমারজী তবে এ জন্মের মত বিদায়।

উজ্জ্বল। [দাঁড়াইয়া উঠিয়া] সিতিমা, সিতিমা, আমি তোমাকে মর্‌তে দেবনা। এক সময়ে তুমি আমাকে মর্‌তে দাওনি।

সিতিমা। আমাকেও একেবারে মর্‌তে দিওনা। আমাকে তোমার মনের চিন্তায়, তোমার গানে, তোমার সকল কথায়, তোমার সকল কাজে একেবারে মিশিয়ে রাখ। এমনি করে আমি চিরকাল তোমার হই, আমার দেহের মৃত্যুর পরও তোমার মধ্যে বেঁচে থাকি। প্রিয়তম, তাই হোক্। [উজ্জ্বলের দিকে হস্ত প্রসারণ।

উজ্জ্বল। [নতজানু হইয়া সিতিমার হস্ত দুই হাতে গ্রহণ পূর্ব্বক অবনত মস্তকে] তাই হোক্, তবে তাই হোক্। [নীরবে অবস্থান।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

মোরা মৃত্যু করি না ভয়
সে নহে শেষ, সে নহে ক্ষয়
মোরা মৃত্যু করি না ভয়।
কেহ আগে যায়, কেহ পাছে
কেহ জীবিতে মৃত কেহ মরিয়া বাঁচে—
মৃত্যু রহস্য ময়। মোরা মৃত্যু করিনা ভয়।

মহারাজ উজ্জ্বল সিংহের হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন। বাহকগণ ধীরে ধীরে খাটিয়া তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল—এক পার্শ্বে আনন্দস্বামী অপর পার্শ্বে পুষ্পিতা।

বাহকগণ। জয় পশুপতিনাথকী জয়।

শ্রীমতী কামিনী রায়ের গ্রন্থাবলী

পুস্তক			মূল্য
আলো ও ছায়া	...	...	১৷৷০
মাল্য ও নির্ম্মাল্য	...	...	১৷৷০
অম্বা	...	...	১৷০
পৌরাণিকী	...	...	৷৷৵০
গুঞ্জন	...	...	৷৷০ ও ৸০
অশোক সঙ্গীত	...	...	৷৷০
শ্রাদ্ধিকী	...	...	৷৷০
ধর্ম্মপুত্র	...	...	৷০
সিতিমা	...	...	৷৶০ ও ৷৷৵০